চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 August 2019 ■ আগরতলা, ২৪ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ৬ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুর নিগমে বাড়ছে সম্পত্তি কর, পরিষদ ও নগরে স্বস্তি, ট্রেড লাইসেন্স ফি'র স্তর বিন্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। পুর নিগম এলাকায় বাড়ছে সম্পত্তি কর। তবে, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের স্বস্তি দিয়ে কমছে সম্পত্তি কর। এরই পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স ফি সংগ্রহে নীতি বদল হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন দিয়েছে। মূলত, পুর আইন ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে সংশোধনীতে সায় দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। কারণ, বাম জমানায় পুর আইনে ত্রুটি সংশোধন জরুরি ছিল। তাই, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শুক্রবার সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সম্পত্তি কর সংগ্রহে রাজ্যে কুড়িটি নগর সংস্থায় একাধিক নিয়ম রয়েছে। আগরতলা পুর নিগমে চারটি জোন এবং পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতে ২টি জোনে বিভক্ত করে সম্পত্তিকর সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাম আমলে ওই নিয়ম ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলেই বর্তমান সরকার মনে করেছে। তাই, পুর আইন সংশোধন করা হয়েছে, জানান তিনি। শ্রী নাথের বক্তব্য, পূর্বতন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুর নিগম এলাকায় সম্পত্তি করের তুলনায় পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

এলাকায় সম্পত্তি করের পরিমান অধিক ছিল। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, আমবাসা ও মোহনপুর পুর পরিষদের বাসিন্দারা ৬২ টাকা এবং ৬০ টাকা প্রতি স্কয়ার ফিট দরে সম্পত্তি কর দিচ্ছেন। সেই তুলনায় পুর নিগম এলাকায় সর্বোচ্চ 'এ' জোনের বাসিন্দারা ৫০ টাকা প্রতি স্কয়ার ফিট দরে সম্পত্তি কর দিচ্ছেন। তার দাবি, বামফ্রন্ট সরকার পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের সাথে বৈষম্য মূলক আচরণ করেছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুর নিগমের 'এ' জোনের বাসিন্দারা ৫০ টাকার বদলে ৬০ টাকা, 'বি' জোনের বাসিন্দারা ৪৫ টাকার বদলে ৫০ টাকা এবং 'সি' জোনের বাসিন্দারা ৩৫ টাকার বদলে ৪০ টাকা প্রতি স্কয়ার ফিট দরে সম্পত্তি কর দেবেন। 'ডি' জোনের বাসিন্দাদের জন্য কর পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ওই জোনের বাসিন্দারা ৩৫ টাকা দরেই সম্পত্তি কর দেবেন। এদিন তিনি আরো জানিয়েছেন, পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকার 'এ' ও 'বি' জোনের বাসিন্দারা এখন থেকে ৫০ টাকা ও ৪৫ টাকা প্রতি স্কয়ার ফিট দরে সম্পত্তি কর দেবেন।

এদিকে, ট্রেড লাইসেন্সের বাৎসরিক ফি প্রদানে স্বচ্ছতা এবং সাম্যতা বজায় রাখতে গিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভা বিভিন্ন স্তর নির্ধারনে অনুমোদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক বৃদ্ধিতে বিশ্বেঅনেক এগিয়ে ভারত দাবি অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট।। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। শুক্রবার এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। পাশাপাশি বেশ কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যানও তুলে দিলেন সাংবাদিক বৈঠকে। এক অনুষ্ঠানে গিয়ে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান বলেন গত ৭০ বছরে এত খারাপ আর্থিক অবস্থা ভারত দেখেনি। এরপরই আর্থিক অবস্থার ছবিটা তুলে ধরলেন সীতারামাণ।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিশ্বের জিডিপি রেট ৩.২ শতাংশ, যা নিম্নমুখী। আমেরিকা-চিনের মধ্যে চলা বাণিজ্য যুদ্ধ তার অন্যতম কারণ বলেও জানিয়েছেন সীতারামন। তার মধ্যেও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার অনেকটাই বেশি বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, ভারত যখন ৫ ট্রিলিয়নের অর্ধনীতির কথা বলছে তখন বুঝতে হবে যে সার্বিক উন্নয়নের কথাই বলা হচ্ছে। যাতে সহজে ব্যবসা করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। মানুষ জীবন যাপন যাতে আরও সহজ হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানা তিনি। এর মধ্যে কর সংক্রান্ত পরিকল্পনা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন সীতারামণ। উল্লেখ্য, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগদ ২৫.৩৭ লক্ষ টাকাসহ চোরাইবাড়ি পুলিশের জালে আটক ধর্মনগরের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি পুলিশের হাতে উদ্ধার হয়েছে নগদ ২৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। টাকাগুলির সঙ্গে আটক করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। তাকে ধর্মনগরের রাধাপুর এলাকার বাসিন্দা জনৈক আশুতোষ পালের ছেলে আশিস পাল (৪১) বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। সঙ্গে আটক করা হয়েছে করিমগঞ্জ (অসম)-এর রেজিস্ট্রেশনভুক্ত একটি ওয়াগন-আর চার চাকার গাড়ি। বিশাল অঙ্কের টাকাগুলি বৈধ না অবৈধ, এগুলির উৎস এবং গন্তব্যের সন্ধানে নেমেছেন ধর্মনগরের এসডিপিও খোদ রাজীব সূত্রধর।

এসডিপিও রাজীব সুত্রধরের কাছে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় নয়টা নাগাদ চোরাইবাড়ি এলাকায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশের টহলদারী দল করিমগঞ্জ থেকে ত্রিপুরাগামী এএস ১০ এ ৩৯৫২ নম্বরের একটি ওয়াগন-আর গাড়ির গতি রোধ করে তাতে তালাশি চালান। গাড়িতে তালাশিতে একটি কালো রংঙের ব্রিফকেস থেকে উদ্ধার হয় নগদ ২৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। আটক করা হয় টাকার মালিক তথা ধর্মনগর রাধাপুরের বাসিন্দা আশিস পালকে।

পুলিশি জেরায় ধৃত আশিস পাল নাকি বলেছে, টাকাগুলি নিয়ে তিনি করিমগঞ্জ গিয়েছিলেন নিজের দোকানের সামগ্রী কিনতে। কিন্তু করিমগঞ্জে মাহাজনকে না পেয়ে টাকাগুলি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙ্গে পড়েছিল ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙ্গে পড়েছিল। সেইজন্য মানুষ ১৭ মাস আগে ব্যবস্থা নিয়েছে। মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বিজেপি- আইপিএফটি জোট সরকারকে ক্ষমতাসীন করেছে। বর্তমান সরকার রাজ্যে সুশাসনের মাধ্যমে একটা সরকার চালাতে চায়। স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে সরকার। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যে। সরকার কিভাবে চালাতে হয় তা জানেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্যাম, ধাম, দণ্ড, ভেদ এই চারটাকে নিয়ে সরকার চলছে।

বিরোধী দলনেতা নবিন টিলায় গিয়ে অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যে আইনের শাসন নেই। অরাজকতা চলছে। তাঁর মতে যেটা আইনের শাসন সেটাকে আইনের শাসন বলা হয়না। তার শাসনকালেই রাজ্যে অরাজকতা চলছিল। আইনের শাসন বলতে কিছু ছিল না।

শুক্রবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরোধী দলনেতার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে এই কথা বলেন প্রদেশ বিজেপির কোর কমিটির সদস্য তথা আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান বিজেপি সরকারের শাসন কালে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। কমেছে অপরাধের ঘটনা। পুলিশকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দিলে এবং সঠিক ভাবে পরিচালনা করলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যা করে দেখিয়েছে বর্তমান সরকার। উদ্দেশ্য প্রনদিত ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই প্রচার করছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সমসাময়িক বেশকিছু ঘটনা তুলে ধরে বর্তমান সরকারের সাফল্যের বিষয়ে বলেন আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাংবাদিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা শাশুড়িকে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। রাজধানীর ধলেশ্বর এলাকায় ২০১৪ সালের ৪ মার্চ গৃহবধূ পুজয়িতা পালকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার দায়ে মৃতার শাশুড়ি কল্যাণী দেবকে দোষী সাব্যস্ত করে পশ্চিম জেলার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা শুনালো।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ২০১৩ সালের ৩ আগস্ট ধলেশ্বর এলাকার বাসিন্দা সুখেন্দু দেবের ছোট ছেলে অভিজিৎ ভালোবেসে বিয়ে করে পুজয়িতা পালকে। অভিযোগ ২০১৪ সালের ৩ আগস্ট শ্বশুর বাড়িতে পুজয়িতা পালের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তখন স্ত্রীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে স্বামী অভিজিৎ। এতে গুরুতর ভাবে দম্পতি আহত হয়। তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার দিন রাতেই জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয় পুজয়িতা পালের। ঠিক তার দুইদিন পর মৃত্যু হয় অভিজিৎ দেবের। ঘটনার পর মৃত পুজয়িতা পালের বাবা চন্দন পাল পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় পুজয়িতা পালের শ্বশুর-শাশুড়ি যথাক্রমে সুখেন্দু দেব, কল্যাণী দেব ও ভাসুর সত্যজিৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেনশনার্সদের বিড়ম্বনা চায় না রাজ্য সরকার ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। দীর্ঘদিন জনগণের সেবায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন জীবনে বিড়ম্বনা সরকারের কাছে লজ্জার বিষয়। তাই, 'পেনশন আদালত' ত্রিপুরার পেনশনার্সদের অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে। সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

তাঁর কথায়, বর্তমান রাজ্য সরকার পেনশনার্সদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। সমাজের প্রতিটি অংশের সুখ সমৃদ্ধির দায়িত্ব সরকারের। তাই, আজ আগরতলা টাউন হল-এ অর্থ দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত 'পেনশন আদালত' শীর্ষক কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে, বলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এদিন পেনশনার্সদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত এই কর্মসূচিতে এজি ত্রিপুরা শাখা, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এবং পেনশনার্সগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পেনশনার্সগণ চাকুরিরত অবস্থায় দীর্ঘদিন জনগণের সেবা করেছেন। পেনশনার্সদের অবসরকালীন সময়ে যাতে কোনও ধরনের হয়রানির শিকার হতে না হয় সে-ব্যাপারে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেনশনার্সদের সমস্যাবলি দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অচিরেই অর্থ দফতরের পেনশনার্স সেলকে সক্রিয় করা হবে, যাতে তাঁরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরের স্কুলছাত্রের রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু যোগেন্দ্রনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ আগস্ট।। রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্রের। তার নাম দেবজিৎ বিশ্বাস। বাড়ি গোমতী জেলার আর কে পুর থানার অধীন উদয়পুরের ছনবন এলাকায়। ওই কিশোরের মৃতদেহ শুক্রবার দুপুরে আগরতলায় যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনের কাছে সাধুটিলায় উদ্ধার করা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে রেলে কাটা পড়ে ওই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। রেল লাইনের উপরই ওই কিশোররে মৃতদেহ মিলেছে। স্থানীয় জনগণ প্রথমে মৃতদেহটি দেখতে পায়। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

এদিকে, নিহত কিশোরের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছে ওই কিশোর গত দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিল। তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে যাবার পথে চুড়াইবাড়িতে আটক মান্দাইয়ের নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ আগস্ট।। গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ার ১২ ঘন্টার ভেতর পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার নিখোঁজ গৃহবধূ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,২২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার অর্থাৎ গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মান্দাই থানার পাটনি আউট পোস্টে একটি নিখোঁজের জিডি এন্টি দায়ের হয়। পাটনি আউটপোষ্টের অন্তর্গত বিনয় কুমার পাড়ার সোমা দেববর্মা (২৭) স্বামী লিটন দেববর্মার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার একটি জিডি এন্টি করা হয় নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামীর পরিবারের তরফ থেকে।

সোমা দেববর্মার স্বামীর পরিবারের তরফ থেকে নিখোঁজের মিসিং ডায়েরি পেয়ে পাটনি আউটপোষ্টের পুলিশ একটি জিডি এন্টি করে তদন্তে নামে। জিডি নম্বরটি হলো ১১/২২. পুলিশের নিয়ম অনুসারে পাটনি আউটপোষ্টের পুলিশ রাজ্যের সবকটি থানায় নিখোঁজ হওয়া গৃহবধূর সোমা দেববর্মার ছবিসহ মিসিং এর মেসেজ পাঠিয়ে দেয়। সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের অর্থনীতি ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে দিতে ভূমিকা নেবে ব্যাঙ্কগুলি, সিদ্ধান্ত এসএলবিসির বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। দেশের অর্থনীতি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সমস্ত ব্যাঙ্ক রোডম্যাপ তৈরি করবে। সে-ক্ষেত্রে বহুস্তরীয় আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। শুক্রবার আগরতলায় এসএলবিসি-র বিশেষ বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান ইউবিআই-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা অজিত কুমার দাস। তাঁর কথায়, ইউবিআই, এসবিআই-এর মতো ১৮টি ব্যাঙ্ক দেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে ৬০ শতাংশের অংশীদার। তাই, দিশা নির্ধারণে আমাদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার উন্নয়নেও রূপরেখা নির্ধারণে আজ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

অজিত দাস জানান, ত্রিপুরার উন্নয়নে আজ বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ছোট্ট এই পার্বত্য রাজ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ঋণ প্রদানে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। তবে, মুদ্রা ঋণের সুফল সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সমস্ত ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানে যথেষ্ট আগ্রহী। কিন্তু, কিছু জটিলতা এখনও কাটিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। তাই, মুদ্রা ঋণ প্রদানে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকে ওই জটিলতা কাটিয়ে তোলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট হিসেবে গড়ে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের স্বপ্নকে সফল করার জন্যও রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামীদিনে মুদ্রা ঋণ-সহ বেকারদের স্বরোজগারী করে তোলার ক্ষেত্রে অন্যান্য ঋণ প্রদানেও সহজ পদ্ধতি আনা হবে।

এদিকে, দেশের অর্থনীতি ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির অংশিদারিত্ব নিয়ে আজ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অজিত কুমার দাস। তাঁর বক্তব্য, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাল্যান্ড দাবী আদায়ে প্রয়োজনে রক্ত ঝরানোর আওয়াজ উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে কিছুতেই সরছে না শাসক শরিক আইপিএফটি। তাই, আজ তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস পালন করেছে জনজাতি ভিত্তিক ওই আঞ্চলিক দল। শুধু তাই নয়, পৃথক রাজ্যের দাবি আদায়ে রক্ত ঝরানোর আওয়াজও উঠেছে।

এদিন রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত জিরানীয়া মহকুমার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যালয় খুমুলুঙ-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে এক প্রকাশ্য সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের এই সমাবেশে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি দলের সভাপতি তথা ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব এবং মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি দলের সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরা সরকারের বন এবং জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, দলের সহ-সভাপতি তথা মুখপাত্র মঙ্গল দেববর্মা, মহিলা আইপিএফটি সম্পাদিকা স্বপ্না দেববর্মা, যুব আইপিএফটি সম্পাদক শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। আইপিএফটি নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গুলিকে ভেঙ্গে নতুন রাজ্য গঠনের দাবিতে তৈরি সংগঠন 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেটস' এর নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অসম থেকে রাজ্যসভার সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারি, গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলনরত নেতা মনিষ তামাং, তেলেঙ্গানা আন্দোলনের নেতা পি নিরুপ রেড্ডি প্রমূখ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এনসি দেববর্মা বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল চক্রান্ত করে বলার চেষ্টা করছে যে আইপিএফটি দলের ভবিষ্যৎ নেই। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে দল। তাঁর অভিযোগ, কিছু সংবাদ মাধ্যম এই কথাগুলো বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

এদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেন, ত্রিপুরাসহ ভারতে যেসকল রাজ্যের জনজাতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩১৩ ▫ ২৪ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ৬ ভাদ্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সর্বনাশা নেশা

মিজোরাম পারিলে ত্রিপুরা পারিবে না কেন? এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠিতে পারে। প্রতি বছর একুশ ডিসেম্বর হইতে চৌদ্দ জানুয়ারী নেশা সামগ্রীর দোকান বন্ধ থাকে। মিজোরাম এক সময় ড্রাই স্টেট ছিল। ২০১৫ সালের জানুয়ারীতে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকার মাদকের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া মিজোরামে বিলাতী মদের কাউন্টার খোলায় নিয়ন্ত্রিত অনুমতি দেয়। পঞ্চাশটি মদের লাইলেন্স দেওয়া হয়। মিজো ন্যাশানাল ফ্রন্টের বক্তব্য ছিল এই মদই মিজোরামের যুব সমাজকে ধ্বংসের পথ নিয়া যাইতেছে। ফ্রন্ট গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেয় যে দল ক্ষমতায় আসিলে মদ নিষিদ্ধ করা হইবে। যেমন কথা তেমন কাজ। মিজোরামে মদ বিক্রি বন্ধ। রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন চার্চ ও এনজিও এমএনএফ এর পাশে দাঁড়ায়। রাজ্যের ভোটাররাও উজার করিয়া ভোট দেয়। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ বিভিন্ন রাজ্যে যেমন কৃষকদের ঋণ মুকুব ইস্যু ছিল মিজোরামে ইস্যু ছিল মাদক। আর ক্ষমতায় বসিয়াই এমএনএফ সরকার মাদক নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ত্রিপুরায় গাঁজাকে সামনে রাখিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মাদক মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের ডাক দিয়াছেন। গত বিধানসভা নির্বাচন মাদক মুক্ত ত্রিপুরা গড়িবার তেমন প্রতিশ্রুতি না থাকিলেও নতুন জোট সরকার নেশা বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর হইয়াছে। রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় গাঁজা চাষ হইত। সেই বেআইনী গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে রাজ্যের নতুন জোট সরকার জোর প্রচেষ্টা নিয়াছেন। কিন্তু মদের দোকান বন্ধ করার পক্ষে নহে সরকার। কারণ, রাজস্ব লোকসানের ভয়। সেই সরকার সত্যিকারের নেশা মুক্ত রাজ্য গড়িবার নজীর রাখিয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে মিজোরাম পারিলে ত্রিপুরা সরকার পারিবে না? মিজোরাম কেন বিহার ও তো মদ নিষিদ্ধ করিয়াছে। একথা ঠিক যে, মাদকের স্কুল গোটা সমাজকে ধ্বংস করিতেছে। এই ধ্বংসের হাত হইতে তো রাজ্য দেশ রক্ষা পাইতেছে না। বড় বড় শহরে তো মদের ফোয়ার চলে। উচ্চবিত্ত হইতে নিম্নবিত্ত সর্বত্র এমন কি একেবারে সর্বহারা সংসারও উজার করিয়া দিতেছে এই মদ। মদ কত সংসার পরিবার ছারখার করিয়াছে তাহার কোনও ইয়ত্বা নাই। সুতরাং একটি কল্যাণকামী সরকারের প্রথম প্রধান দায়িত্বই হওয়া উচিত এই মদ নিষিদ্ধ করা। যে মদ সংসার পরিবার ছারখার করে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করাই প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া ধরিতে হইবে। পাশ্ববর্তী মিজোরামের বলিষ্ঠ মদ বিরোধী শিক্ষা ত্রিপুরাও যদি গ্রহণ করে তাহা হইবে একটি কাজের মত কাজ। ত্রিপুরার সচেতন ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই সেদিনের অপেক্ষাই করিতেছেন।

জাগুয়ারকাণ্ডে রাঘিবের বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ গোয়েন্দাদের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স): জাগুয়ারকাণ্ডে এবার তলব করা হল রাঘিব পারভেজের এক বন্ধুকে। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হোমি সাইড শাখায় ঘণ্টাখানেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাকে। ওই বন্ধু ঘটনার রাতে রাঘিবের সঙ্গে জাগুয়ারে ছিলেন।

জানা গেছে, মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন রাঘিব। তার জন্য তাঁকে দুবার নেশামুক্তি কেন্দ্রেও পাঠানো হয়। জেরায় পুলিশকে এই তথ্য জানিয়েছেন রাঘিব নিজেই। জানা গেছে, ওই দিন কলকাতার রাস্তায় ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার বেগে ছুটছিল জাগুয়ার গাড়িটি । শেক্সপিয়র সরণিতে জাগুয়ার দুর্ঘটনায় গাড়িটির ইভেন্ট ডেটা রেকর্ডারের তথ্য এখনও আসেনি। সেই তথ্য আসবে ইংল্যান্ড থেকে। কিন্তু তার আগে কলকাতা পুলিশের পাওয়া সিসিটিভি ফুটেজ এবং ফরেনসিকের তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা মনে করছেন, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার।

ইতিমধ্যেই জাগুয়ারকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত রাঘিবকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এক ছাত্র ও রাঘিবের এক বন্ধুকেও জেরা করেছে হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। রাঘিবের ওই বন্ধু সল্টলেকে থাকেন। দুর্ঘটনার আগে রাঘিবের গতিবিধি সম্পর্কে জানতেই তাঁকে জেরা করেন তদন্তকারীরা। দুর্ঘটনার ঠিক আগেই রাঘিব কোথায়, কাদের সঙ্গে ছিলেন, কী করেছিলেন, তা জানার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

রাঘিবের ওই বন্ধুর কথাতেও উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই যুবক পুলিশকে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময়ে রাঘিব নেশাগ্রস্ত ছিল। ওই অবস্থাতেই গাড়ি চালিয়েছিলেন তিনি। মল্লিকবাজারে তাঁর বন্ধুকে নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল রাঘিবের। কিন্তু তার আগেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ রাঘিবের বন্ধুর বয়ান খতিয়ে দেখছে। আরও একবার দুর্ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গোয়েন্দারা জানতে পরেছেন, স্টিয়ারিংয়ে বসে বিপুল বেগে গাড়ি ছোটানোই নয়, রাঘিবের নেশা ছিল আরও। তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন। ঘটনার দিন মাদক সেবন করেছিলেন কি না তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। তদন্তকারীরা জেনেছেন, ওই গাড়িতে একা ছিলেন না রাঘিব পারভেজ। ছিলেন তাঁর এক বন্ধুও। ওই বন্ধুর বাড়ি সল্টলেকে। ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শীও তিনি। যদিও এই দুর্ঘটনায় রাঘিবের ওই বন্ধুর কোনও ভূমিকা এখনও পর্যন্ত পাননি তদন্তকারীরা। জানা গেছে, দুর্ঘটনার আগে একটি জন্মদিনের পার্টিতে গেছিলেন দু’’জনেই। মধ্য কলকাতার একটি নামী স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের ছেলের জন্মদিন ছিল সেদিন। সেই জন্মদিনের পার্টিতে এই রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ যান রাঘিব। সেখানেই তিনি সল্টলেকের ওই বন্ধুকে বলেন, বাড়ি ছেড়ে দেবেন। যদিও ওই বন্ধু জানিয়েছিলেন, তাঁকে মল্লিক বাজার ছেড়ে দিলেই হবে। সেখান থেকে তিনি অ্যাপ ক্যাবে বাড়ি চলে যাবেন। সেই উদ্দেশেই প্রথমে রওনা দিয়েছিল জাগুয়ার। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই দু’’জনের এক কমন বন্ধুর ফোন আসে। তিনি ডাকেন দু’’জনকেই। তখন তাঁরা পার্ক স্ট্রিটের উদ্দেশে গেছিলেন। কিন্তু সেই বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তখন গাড়িতে থাকা বন্ধুকে সল্টলেক নামিয়ে দিয়ে আসবেন বলে রওনা দেন লওডন স্ট্রিট ধরে। আর তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। রাঘিব জেরায় জানিয়েছেন এমন তথ্যই। তাঁর ফোনের টাওয়ার লোকেশন খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জেনেছেন খুব একটা মিথ্যে বলছেন না তিনি।

স্টিয়ারিং-এ বসে রাঘিবের দুর্ঘটনা এই প্রথম নয়। পারভেজ পরিবারের কোম্পানির নামে আরও একখানি দামি গাড়ি রয়েছে। পোর্সে। ২০১৭ সালে সল্টলেকে ওই গাড়িটি নিয়েও দুর্ঘটনা ঘটান রাঘিব। সেবার অবশ্য কারও মৃত্যু হয়নি। সামান্য জরিমানাতেই মুক্তি মিলেছিল। লালবাজার ট্র্যাফিক বিভাগের তথ্য জানাচ্ছে, আইন ভেঙে বহুবার চালানো হয়েছে জাগুয়ার গাড়িটি। এই বছর প্রথম সাত মাসে ৪৩ টি কেস হয়েছে গাড়িটির বিরুদ্ধে। তার বেশিরভাগই সিগন্যাল না মানার জন্য। ওই সময় স্টিয়ারিং রাঘিবের হাতে ছিল কি না তা ইভেন্ট ডেটা রেকর্ডারের তথ্য ঘেঁটে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এবার পারভেজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করতে চলেছে পুলিশ। তদন্তে অসহযোগিতা, পুলিশকে ভুল পথে চালিত করা, মূল অভিযুক্তকে আশ্রয় দিয়ে, তাকে আড়াল করা ও পালাতে সাহায্য করা এমনকি মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে আনতে চলেছে পুলিশ। গতকালই জাগুয়ারকাণ্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়েছে আরসালান পারভেজ। জামিন দেওয়া হয়েছে তাঁর মামা মহম্মদ হামজাকেও। তবে আরসালানকে পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে তাঁর পাসপোর্ট। তদন্তকারী অফিসারের কাছে সপ্তাহে একবার করে হাজিরাও দিতে হবে তাঁকে।

জনসংযোগ বাড়ালেই তৃণমূলের শুদ্ধিকরণ হবে না

রাজ্য রাজনৈতিক-প:বঙ্গ

নারায়ণ দাস

রাজনীতিতে চমক আগেও ছিল, এখনও আছে। অনেক সময় চমক কাজ দেয়, আবার অনেক সময় দেয় না। গত লোকসভা নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির কাছে ধাক্কা খেয়ে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে আবার যাতে ধাক্কা না খায়, তার জন্য দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন থেকেই অতি সাবধানী। দলীয় সংগঠনকে মজবুত এবং মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করার দিকে তিনি এখন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজে নেনেছেন। দীর্ঘ আট বছর হল ক্ষমতায় থাকার ফলে দল যেমন বড় হয়েছে,তেমনি তার দেহে মেদও জমেছে। দলে থেকেও দলে নেই, দলের কাজে মন না দিয়ে শুধু গোছানোয় মন, এমন লোকের সংখ্যা বেড়েছে—শহরাঞ্চলে এবং গ্রামে দলে অনেক দাদা, ফলে দাদাগিরি চরমে উঠেছে। তারই অন্যরূপে গোষ্ঠীকোন্দল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলের এমন এখন বড় রোগ। যার উপযুক্ত চিকিৎসা দরকার।

এত যে উন্নয়ন, তা সত্ত্বেও দলের এই হালে, কিছু মানুষ যে বিরক্ত হয়ে বিকল্প বিরোধী দল বিজেপির দিকে চলে এসেছেন, তা তৃণমূল নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন দলের ভোটের ফলে ওই দল থাবা বসানোর পর। নিজের হাতে গড়া দলের এই ক্ষয় রোগ দেখে, মমতা শুধু বিস্মিত হলেন না, তার ঘুম ছুটে গেল। শুধু শাসন ক্ষমতার থাকার লোভে নয়, দলের আবর্জনা সরিয়ে মেদ ঝরিয়ে তাকে ঝরঝরে করে তোলা। দলনেত্রীর অন্যতম কাজ হয়ে দেখা দিল। তার মাথায় বুদ্ধি থাকলেও, তিনি দলও মানুষের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন স্থাপন করার কাজে একটি ভিন্ন পথে হাঁটলেন। একজন ভোটকুশালী নিয়োগ করলেন—যিনি একদিকে যেমন দলকে চাভা করে তুলবেন, জনসংযোগ কী করে বাড়ানো যায়, তরা সঠিক পথ বাতলে দেবেন, অপরদিকে আগামী নির্বাচনে (পড়ুন ২০২১ নির্বাচনে) দল কোন কোন পন্থায় এগোলে মানুষের সমর্থন পাবে, তার স্ট্র্যাটেজি তথা কৌশল নির্ণয় করে দেবেন।

তাই জনসংযোগ বাড়াতে দিদির মাথা থেকে বেরোল একটি উপায় যা দিদিকে বলো বলে অভিহিত, সারা রাজ্যে এখন সাড়া ফেলে দিয়েছে। অনেকেই অবশ্য বলেন, এই অভিনবপন্থার কথা ভোটকুশলীর পরামর্শেই এসেছে। সে যাই হোক ‘দিদিকে বলো’, এটাও কিন্তু একটা বড় চমক যার ফল কী দাঁড়ায় তার জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এই ভোটকুশলী তাঁর টিম নিয়ে এখন আসরে—ইতিমধ্যেই তিনি অনেক কাজ করে ফেলেছেন। জেলায় জেলায় তৃণমূলের প্রধানদের সঙ্গে জনসংযোগের খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলেছেন, কীভাবে কোন পথে এগাতে হবে তার দিশা বাতলে দিয়েছেন, দলীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও তার মত বিনিময় হয়েছে। অর্থাৎ দল যাতে বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে, তার জন্য প্রারম্ভিক কাজ এর মধ্যেই সেরে ফেলেছেন।

অপরদিকে, ফোন নম্বর হল ‘দিদিকে বলো’ কার্ড, দিদির সঙ্গে সরারসরি কথা বলে সমস্যা জানানোর জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার কাজও চালাচ্ছেন দলের জনপ্রতিনিধিরা। রাজ্যের যেসব অঞ্চলে বিজেপির প্রভাব বেশি, এবং যেখানে তৃণমূল লোকসবা নির্বাচনে ভাল ফল করতে পারেনি, সেখানে বেশি সংখ্যায় মানুষ যাতে এই দিদিকে বলো সূচির সুযোগ নেন, তার চেষ্টা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য এই অভিনব ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচি তৃণমূল সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কতটা করবে, ভোটের ডালা কতটা ভরবে, তা নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে এমনকী সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনার শে, নেই। টেলিফোন নম্বর এবং দিদির মুখের ঝকঝকে ছবি সহ ‘দিদিকে বলো’ নামে কার্ড অনেকের হাতে হাতে এখন ঘুরছে। দিদি তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। অভিযোগ জানানোর সুযোগ কার্ড প্রাপকেরা ছাড়তে চাইছেন না। কিন্তু এ পর্যন্ত কতজন দিদির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারলেন? যাঁকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি বলছেন, বহু চেষ্টা করেও দিদির কণ্ঠস্বর তাঁরা শুনতে পাননি। স্বভাবতই তাঁরা হতাশ---এতবড় সুযোগ হাতে এলেও তাদের অভিলাষ পূরণ হল না। আবার অনেকেই ওই নির্দিষ্টি নম্বরে ফোন করে অন্যের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন---‘বলুন, আপনার কী সমস্যা, কী অভিযোগ, দিদিকে জানিয়ে দর্বে। কিন্তু তাতে কি তারে মন ভরে? কার্ড বিলি করেছেন দলের জনপ্রতিনিধিকা---অনেক জায়গায়, মানুষের হাতে এই কার্ড পৌঁছয়নি। সুতরাং তাঁর দিদির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আবার অনেকেই বলেছেন, দিদিরি সঙ্গে যখন সরাসরি কথা বলা যায় না, তখন কার্ড পেলেও কী লাভ? আবার কার্ড পাওয়ার জন্যও যে চেষ্টা করছেন না, এমনও নয়।

তাই ‘দিদিকে বলো’, তৃণমূলের জনসংযোগ বৃদ্ধির এই পন্থা কতটা কাজ দেবে বলা কঠিন। তবে বিষয়টি নিয়ে মানষের মনে দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ দলের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ করানোর জন্য অতীতে কোনও দল এভাবে চেষ্টা করেনি। সুতরাং এর অভিনবত্ব আছে, কিন্তু তার কার্যকরিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে কতটা কাজ দেবে বা দেবে না তা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব ভাবছে না। আবার যাঁরা কার্ড পেয়েও বারবার চেষ্টা করেও দিদির নাগাল পাননি, তাঁরা বলছেন এটা হয় নাকি—মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিদিনের ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থেকে কে অভিযোগ জানাচ্ছেন তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, এটা আদৌ সম্ভব? যাঁরা কার্ড বিলি করেছেন তাঁরা কিন্তু প্রাপকদের বলে দিয়েছেন, দিদিকে পাওয়া যাবেই।

‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচি ছাড়াও জনসংযোগ বাড়ানোর কাজে শাসক দলের বিধায়ক, সাংসদ এবং অন্যান্য সংস্থার জনপ্রতিনিধিরা এমন উঠেপড়ে লেগেছেন মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তাদের অভাব অভিযোগ শোনা এবং তার লিপিবদ্ধ করে আনা। তৃণমূলের নিযুক্ত ভোটকুশলী প্রশান্ত কিসোরের নির্দেশে তাঁরা পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট সভা করে দলের হয়ে কথা বলছেন। দিদির উন্নয়নের কাজ তাঁদের সামনে তুলে ধরছেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের গৃহে ভালো ভুরিভোজেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে দল যেখানে হেরেছে, সেখানে বেশি করে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে কেন তাঁরা দলেরপ্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তা জানার চেষ্টা করছেন। এমনকী বিরোধী সিপিএম এবং কংগ্রেস প্রভাবান্বিত অঞ্চলে গিয়ে এই দুই দলের স্থানীয় নেতা ও সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জনসংযোগ বৃদ্ধি করা সব দলেরই কর্মসূচি থাকে। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে অনেক আসন হারিয়ে তৃণমূলে এখন থরহরি কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে। দলকে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জিততে হবে। কিন্তু বেজেপি কেন্দ্রে দ্বিতীয়বারের জন্য শাসন হাতে পেয়ে এখন দেশের সবগুলি রাজ্যেই তাদের শাসন কায়েম করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিমধ্যেই তাদের আধিপত্য বিস্তার হয়েছে, এখন চেষ্টা তৃণমূলকে উৎখাত করে এখানে দৈরিক শাসন হাতে পাওয়া । কাজটা কঠিন। বিজেপি সোজা ভাবলে তা ভুল। কিন্তু রাজনীতিতে কখন কী হয়, কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে গিয়ে থামে তা বোঝা মুশকিল। তবে বিজেপি নেতারা যেভাবে এখানে তাদের প্রতিপত্তি বাড়াতে লস্ফঝম্ফ ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ থাকা স্বাভাবিক।

তাই এই প্রশান্ত কিশোরের নিয়োগ—আশা তাঁর মাথা থেকে এমন কিছু বের হবে যার সাহায্যে তৃণমূলকে মেজে ঘরে জনসংযোগ বাড়িয়ে, মদে ঝরিয়ে পরবর্তী নির্বাচনে সাফল্য পাওয়ার জন্য তৈরি করা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই এই ‘দিদিকে বলো’, সেই উদ্দেশ্যেই দলের জনপ্রতিনিধিদের জেলার গ্রামাঞ্চলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থেকে মানুষের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা। জনসংযোগ না হয় বাড়ল এই পথে হেঁটে, কিন্তু যে জিনিসটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল, যে সব তৃমণূল নেতাসমর্থক দলের নামে, তাদের আধিপত্য খাটিয়ে অন্যায়ভাবে বিত্ত সংগ্রহ করে এরই মধ্যে বিত্তশালী হয়ে উঠেছেন, দলের মধ্যে অন্তর্ঘাতের রাস্তা তৈরি করছেন, তাদের সরানো। নীতিবাক্যে তাদের সংশোধন করা যাবে না।—কারণ যে একবারমধুর সন্ধান পেয়েছে তার লোভ থামানো অত্যন্ত কঠিন।

জনসংযোগ বাড়লেই যে ভোট বাড়বে, এই চিন্তাটাও ভুল। মানুষের সঙ্গে দলের যোগাযোগ হল,কিন্তু যাঁরা বিজেপিতে মন দিয়ে বসে আছেন, তাঁরা যে তার পরিবর্তন করে, তৃণমূলকে মনে তুলবে, এটা ভাবাও ঠিক নয়। তবে এতে ভোটের বাক্স ভরবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। অনেকেরই প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত আট বছরে রাজ্যের উন্নয়ন সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন, মানুষ উপকৃত,তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেখানে (পড়ুন জঙ্গলমহল) তৃণমূলের বাল করারকথা, সেখানেই এই দল খারাপ করল কেন? জঙ্গলমহলে লোসকভা ভোটে খারাপ ফল করার জন্য তৃণমূল নেতৃত্ব তার কারণ বরে করতে গলদঘর্ম হয়ে অনেক গবেষমা, অনেক চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু আসল করাণ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। শুধু উন্নয়ন কিন্তু দলের ভোট বাড়ায় না---ভোট বাড়ায় দল কীভাবে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পারল। তৃণমূল সরকার জঙ্গলমহলে ঢেলে অর্থ খরচ করে উন্নয়ন করেছে, সেখানেই বোটে দলের পরাজয়। মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র বাড়ানো, আর মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এক কথা নয়। দলের ঘাটতি এখানেই থেকে গেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের আশা ছিল, ৪২ আসনে দল ৪২ পাবে। কেন্দ্র সরকার গঠনে এই দল একটি নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু ফলাফলের নিরিখে দেখা গেল বিরোধীরা যারা বিজেপি ভোটে হারবে আর তারা মিলেমিশে একটি সরকার গড়বে বলে আশায় বুক বেঁধেছিলেন, তারা শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন। এ বঙ্গে শাসক তৃণমূল ১৮ আসন খোয়ালো বিজেপির কাছে। সুতরাং স্বপ্নভঙ্গ হল মমতা সহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের, যাঁরা ভোটের আগে অনেক চেষ্টা করেও এক ছাতার তলায় আসতে পারেননি। অথচ ফলবেরনোর আগে মন্ত্রিসভা গটনের আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা ছিল চন্দ্রবাবু নাইডুর।

লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরাট সাফল্য, তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদেরঘুম কেড়ে নিল। শুরু হল কারণ অনুসন্ধান—দেখা গেল দলে অনেকেই ফুলেফেঁপে উঠেছেন এবং তাঁরাই দলের এত বেশি ক্ষতি করেছেন যে মানুষের সঙ্গে দলের যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ। একদিন বিস্ফোরণ ঘটালেনদলনেত্রী---যখন তিনি কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠক ঘোষণা করলেন, যাঁরা উন্নয়নের কাজে মানুষের কাছ থেকে কাটমানি নিয়েছেন তা তাঁদের ফেরত দিন।

এর পরের ঘটনাবলি আরও মারাত্মক। কাটমানি ফেরত দেওয়া নিয়ে নিজেদের মধ্যেই চরম অশান্তি, হিংসার ঘটনা, গোষ্ঠী লড়াই। দলের শুদ্ধিকরণ এখন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। তার হদিশ দিতেই ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের আবির্ভাব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিশুরা সুন্দর মাতৃক্রোড়েই

মন্দাক্রান্তা সেন

ফেসবুক এমন একটা ব্যাপার, মানুষ তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। সেখানে নিজের কথা, জীবনের কথা লিখতে পারে। আনন্দেরকথা, বেদনার কথা অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এটা একটা কার্যকর মাধ্যম। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে—এতে মানুষ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ অনুভব করে;কিন্তু সমীক্ষা বলছে, এতে মানুষ অন্যদিকে দিয়েএকা হয়ে যায়। ভার্চুয়াল বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বন্ধত্বেরথেকে বেশি হয়ে দাঁড়ায়। ভালবাসাহীন, বন্ধনহীন, দায়িত্বহীন এই তথাকথিত বন্ধুত্ব মানুষকে প্রকৃতপক্ষে নিঃসঙ্গ করে তোলে।

অন্য কারও কথা নয়, আমার কথা বলব নতুন মা হওযার নারীদের সম্পর্কে। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের আনন্দেরকথা তারা ফেসবুকে পোস্ট করে। তাদের সদ্যোজাতদের ছবিতে ফেসবুক ভয়ে ওঠে। এর মধ্যে ভুল কিছু নেই। কিন্তু সেই পোস্টে প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্যের উপর নির্ভর করা একটা বিপজ্জনক অভ্যাস। নতুন মায়ের কাছে তার সন্তানের ভাল,এমনকী অসাধারণ। সেই কথাটা জানান দিতেই সে ফেসবুক ব্যবহার করে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ‘লাইক’ বা কমেন্ট’ না-পেলে সে আশাহত হয়। এর থেকে আসতে পারে মানসিক অবসাদ, বিষাদ, এমনকী নিজের সন্তানকে নিয়ে হতাশাও। ফেসবুক-নির্ভর জীবন মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। মানুষকে, এক্ষেত্রে নতুন মা-হওয়া নারীকে, মানসিকভাবে স্পর্শকাতর করে তোলে।তবু আজকের যুগের এই ফেসবুক -প্রবণতা থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না। মায়েরা বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে বাচ্চাদের ছবি পোস্ট করে। বাচ্চারা যখন কাঁদে, যখন তাদের নাক দিয়েজল গড়ায়, মায়েরা অধৈর্য হয়ে ওঠে। কারণ, মায়েরা চায়,তাদের বাচ্চারা যেন সবসয় ‘প্রেজেন্টেব্‌ল’ থাকে। ভাল পোশাকআশাক পরিয়ে তাদের হাসি খুশি চেহারার ছবি পোস্ট করে মায়েরা যে শ্লাঘা বেধ করে, তা কিন্তু প্রকৃত মাতৃত্বের অনুভূতির থেকে আলাদা। এমনকী, কার সন্তানের ছবি বেশি ভাল---তা নিয়ে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতাও চলে। বাচ্চারা জন্মের পর থেকেই একরকম পণ্যায়িত হয়ে যায়, যার বিজ্ঞাপনে মায়েরা মরিয়া হয়ে ওঠে। এটা সুস্থ স্বাভাবিক মাতৃত্বের পরিচয় নয়। সব সন্তান ও মা-ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধন, মায়ের কাছে তার সন্তান সবচেয়ে আদরের, অনন্য। এই বোধের পক্ষে ফেসবুকেরনেশা অত্যন্ত ক্ষতিকর। নতুন মায়ের দায়িত্ব অনেক। এই গুরুদায়িত্ব পালন করা মায়ের সারাদিনের কাজ। সেই কাজে সময় দিতে হয়, শ্রম দিতে হয়। শুধু ছবি তুলে, ফেসবুকে পোস্ট করার ইচ্ছার কারণে, সেই কাজ ব্যাহত হয় বলেই সমীক্ষা জানায়। সন্তানের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক আকুলতার চেয়ে সন্তানের ছবি সাঁটানোর আকুলতা বেশি হয়ে দাঁড়ালে মুশকিল। দেখা গিয়েছে, এতে মায়ের স্বাভাবিক স্নেহ প্রভাবিত হয়। নিজের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত ছন্দ নষ্ট হয়। সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে গিয়ে মায়েরা ক্রমশ আরও একা হয়ে যায়। এমনকী, খুব চরম উদাহরণ—মা তার শিশুকে যথোপযুক্ত স্নেহ ও দায়িত্ব নিয়ে দেখভাল করতেও পারে না। নতুন মা তার শিশুকে বড় করে তোলার কাজে অবহেলাও করতে পারে। সন্তান্রে জন্ম দেওয়া একটি যুগপৎ আনন্দ ও যন্ত্রাণার অনুভব। এই অনুভূতি কম-বেশি সব মায়ের কাছে এক হলেও, প্রত্যেকের কাছে তা একান্ত ব্যক্তিগত। এই ব্যক্তিগত ব্যাকুলতা দিয়ে মা-সন্তানকে প্রতিপালন করে। ব্যক্তিগত বলেই তা এত একাগ্রও বটে। মা সন্তানের এই পারস্পরিক সম্পর্কে অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই। তা মা ও সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও সমর্পিত। সন্তানকে যখন অন্য কেউ আদর করে, কোলে নেযস গাল টিপে দেয়, শিশুর কিন্ত ঠিক বুঝতে পারে—এটা মায়ের স্পর্শ নয়। এটা তার ইন্টটিংক্ট, সহজাত প্রবৃত্তি। মায়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক অবচেতনেও গভীর এবং দৃঢ়। একতা সবাইকে জানানোর কোনও কারণে নেই, প্রয়োজনও নেই। ফেসবুকে ছবি ছাপিয়ে মায়ের সঙ্গে বাচ্চার নাড়ির টান বোঝানো যায়, না, বোঝাতে হবেই বা কেন। একথা বোধগম্য যে, নতুন মা হওয়া নারীরা নিজের সৌভাগ্যের কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। তার জন্য ফেসবুকের ভার্চুয়াল বন্ধুদের থেকে পরিবারের অন্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও সত্যিকারের বন্ধুদের নিয়ে আপনজনের একটি বৃত্ত তৈরি করাই ভাল। এতে মায়ের মনের উপর থেকে পরিবারের অন্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন সত্যিকারের বন্ধুদের নিয়ে আপনজনের একটি বৃত্ত তৈরি করাই ভাল। এতে মায়ের মনের উপর থেকে চাপ কমে। বাচ্চার শিশুবেলা থেকে মানুষের সঙ্গে মিশতে শেখে। সোশ্যাল সাইটের চেয়ে এভাবেই সত্যিকারের সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়। তা না-করে মা যদি সারাক্ষণ শিশুর ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকে, তারা দু’জনেই একাকিত্বের শিকার হতে পারে। মা-ই জানে তার সন্তান কত ভাল, কত সুন্দর, কত অসাধারণ। এটা জানার জন্য অন্য লোকের লাইক বা কমেন্টের উপর বেশি নির্ভর করলে সমস্যা।

মা তার শিশুসন্তানের সঙ্গে যে সময় কাটায়, তার চেয়ে মূল্যবান সময় মানবজীবনে খুব কম। শিশুর দন্তহীন সুমধুর হাসির ছবি মায়ের চোখে যেভাবে প্রতিভাত হয়,তা এক তীব্র গভীর আনন্দের অনুভব। এখানে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির ঠাঁই নেই। মা ও শিশুর ভালবাসার মধ্যে, পারস্পরিক অনন্য সম্পর্কের মধ্যে---অযথা ভিড় বাড়িয়ে লাভ কী।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

অসুরক্ষিত স্কুল পড়ুয়া কঁচিকাঁচারা। আগরতলায় শিশুবিহার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এই ভাবেই প্রতিদিন দেওয়াল টপকে খেলাধুলা করছে। ছবি-নিজস্ব

কাশ্মীর ইস্যুতে সমাধান সূত্র বার করতে হবে ভারত-পাকিস্তানকেই, তৃতীয় পক্ষের স্থান নেই ঃ ফরাসি প্রেসিডেন্ট

প্যারিস, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ফ্রান্সকেও পাশে পেল ভারতঊ আরও কোণঠাসা পাকিস্তান। তৃতীয় কোনও পক্ষ নয়, কাশ্মীর ইস্যুতে আলোচনা করুক ভারত ও পাকিস্তানইঊ ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকরনঊ ত্রিদেশীয় সফরে (ফ্রান্স, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী) বৃহস্পতিবারই ফ্রান্সে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ফরাসি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেঊ প্রায় ৯০ মিনিটের বেশি সময় ধরে বৈঠক করেন মোদী-ইমানুয়েল। বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতি দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ফরাসি প্রেসিডেন্টঊ ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদী কাশ্মীর এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে আমাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। আমি বলেছি, ভারত এবং পাকিস্তানকে আলোচনা করে সমাধান সূত্র বার করতে হবেঊ তৃতীয় পক্ষের কোনও স্থান নেই। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আরও জানিয়েছেন, ‘কাশ্মীরে শান্তি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরিঊ আমরা চাই শান্তি এবং আলোচনাঊ আমি কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবঊ তাঁকে জানাব, কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশ আলোচনায় বসুকঊ’ ফরাসি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের (অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলুপ্তি) বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে নানা ভাবে ভারতকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে পাকিস্তানঊ কিন্তু, সেভাবে সফল হচ্ছে নাঊ গত ২১ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর বিলুপ্তি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ঊ এবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিলেন, কাশ্মীর ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষের কোনও স্থান নেইঊ হিন্দুস্থান।

ডিমা হাসাও জেলায় হর্টিকালচার কলেজ স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ

হাফলং (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় হর্টিকালচার কলেজ স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করেছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ। ডিমা হাসাও জেলার মাইবাং মহকুমার কালাচান্দে হর্টিকালচার কলেজ স্থাপনের জন্য উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ ৪০০ বিঘা জমি বরাদ্দ করেছে।

শুক্রবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলসা আনুষ্ঠানিকভাবে ৪০০ বিঘা জমির কাগজ তুলে দেন অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে। এদিন অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা প্রাক্তন উপাচার্য কোমলমালা বুজরবরুয়া, বর্তমান উপাচার্য ড় এ ভট্টাচার্য, রেজিস্ট্রার এ শইকিয়া, ডিরেক্টর অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তথা ডিফু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ড় সুবল মাইবাংসার উপস্থিতিতে কালাচান্দ হর্টিকালচার কলেজ স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করেছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ভূমি রাজস্ব বিভাগ।

ঠিকাদারি সংস্থার হাতে আটকে থাকা রায়গঞ্জের যুবককে ঘরে ফেরাল বিজেপি জেলা নেতৃত্ব

রায়গঞ্জ,২৩ আগস্ট (হি.স.) : দিল্লিতে ঠিকাদারি সংস্থার হাতে আটকে থাকা যুবককে উদ্ধার করে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে পরিবারের হাতে তুলে দিল বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। দীর্ঘদিন পরে নিজের বাড়িতে ফিরতে পেরে খুশী ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া রায়গঞ্জ উদয়পুর গ্রামের যুবক অমর রায়। শুক্রবার আনন্দ বিহার সীমাঞ্চল এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নেমে রায়গঞ্জের উদয়পুরে বাড়িতে ফিরল অসুস্থ যুবক অমর রায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি লেবার এজেন্টের মাধ্যমে দিল্লিতে লেবারের কাজে যায় উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার উদয়পুর গ্রামের বাসিন্দা যুবক অমর রায়। সেখানে সুরজ কুমার নামে এক এজেন্টের অধীনে সপ্তাহে এক হাজার টাকা হাজিরা হিসেবে কাজ শুরু করে সে। কাজের তুলনায় টাকা বেশি নিয়ে নেওয়া এবং অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ করানো বাবদ ১১ হাজার টাকা অমরের কাছ থেকে পাওনা ছিল ওই এজেন্টের। টাকা দিতে না পারায় তাকে দিল্লিতেই আটকে রাখা হয়। অভিযোগ, ওই ঠিকাদারি সংস্থা অমরের বাড়িতে ফোন করে টাকা দাবি করে। হুমকি দেয় টাকা না দিলে অমরকে ছাড়া হবেনা। অভিযোগ, অমরের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনও চালায় ওই ঠিকাদারি সংস্থা। এরপর অমরের পরিবার রায়গঞ্জে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের কাছে সহায়তার জন্য আবেদন করেন। বিজেপির জেলা কিশান মোর্চার কার্যকরি সদস্য বাবাই নন্দী জেলা বিজেপি নেতৃত্বের মাধ্যমে দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করেন। দিল্লির বিজেপি নেতৃত্ব ফোনের সূত্র ধরে ওই ঠিকাদারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে তাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে অমর রায় নামে রায়গঞ্জের ওই যুবককে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার তাঁকে রায়গঞ্জগামী আনন্দ বিহার সীমাঞ্চল এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় তুলে দেয় দিল্লি বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার বেলা ১টায় রায়গঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামে অমর। তাকে স্টেশনে নিতে আসেন জেলা বিজেপির অন্যতম সদস্য বাবাই নন্দী সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা। তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয় উদয়পুরে তার বাড়িতে। এতদিন বাদে বাড়িতে ফিরতে পেরে খুশী অমর ও তার পরিবার।

পরিচালকের সঙ্গে বাজে ব্যবহারের প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন ঋত্বিক

কলকাতা,২৩ আগস্ট (হি.স.) : অনামী পরিচালক হওয়ায় পরিচালকের সাথে এবার বাজে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেঊ অবশেষে সেই বিষয়ে মুখ খুললেন ঋত্বিকঊ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে জানান অভিনেতা।

এই প্রসঙ্গে অভিনেতা জানান, ‘চিত্রনাট্য না শুনে কী করে কারও ছবিতে অভিনয় করার প্রতিশ্রুতি দেব! উনি ফোন করে সরাসরি আমার ডেট চাইছেন। সেদিন খুবই ব্যস্ত ছিলাম আমি। প্রথমে বুঝিনি কে কথা বলছেন ফোনের ওপারেঊ কিন্তু তাই বলে যে উনি এভাবে অভিযোগ জানাবেন, এমনটা আশা করিনি। উনি ওনার অভিযোগে যে মন্তব্যগুলি আমার মুখে বসিয়েছেন সেগুলো সম্পূর্ণ ভুল। ওই ভাষা আমি ব্যবহার করতে পারি না। আর উনি যেভাবে নানা জায়গায় আমার নামে অভিযোগ করলেন, তারপর তো ওনার সঙ্গে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না’।

প্রসঙ্গত, সেই অনামী পরিচালক হলেন সুব্রতরঞ্জন দত্ত, যে কিনা কিছু দিন আগেই খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেনঊকারণ এই পরিচালকই কাজের অভাবে অর্থাভাবে পরিচালনার কাজকে একপ্রকার ত্যাগ করেই তিনি

ছয়ের পাতায়

তামিলনাড়ুতে ঢুকে পড়েছে ছ’জন লস্কর জঙ্গি, সতর্কতা জারি দক্ষিণী রাজ্যে

চেন্নাই ও কোয়েম্বাটুর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকার পর এবার সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুতে। শ্রীলঙ্কা থেকে সমুদ্রপথে তামিলনাড়ুতে ঢুকে পড়েছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের ছ’জন সন্ত্রাসবাদীঊ গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর পাওয়ার পরই দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছেঊ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকেই চেন্নাই, কোয়েম্বাটুর-সহ তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে বিমানবন্দর, রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড প্রভৃতি জনবহুল এলাকায়ঊ বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে।

কোয়েম্বাটুর শহরের পুলিশ কমিশনর সুমীত সরণ জানিয়েছেন, ‘আমাদের কাছে তথ্য এসেছে, তামিলনাড়ুতে ঢুকে পড়েছে ৬ জন সন্ত্রাসবাদীঊ সন্ত্রাসবাদীরা কোয়েম্বাটুরের দিকে এগিয়ে আসছে। আর তাই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে, চিন্তার কোনও কারণ নেইঊ’ পুলিশ সূত্রের খবর, কোয়েম্বাটুর জেলায় নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছেঊ শহরের বিভিন্ন এলাকায় নাকা চেকিং বসানো হয়েছে।

বৃষ্টির জলে বন্যা পাথারকান্দির বুবরিঘাট বাগানে

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : নাগাড়ে বৃষ্টি, তাই ক্ষেপে উঠছে পাথারকান্দির অধিকাংশ নিচু এলাকার খাল বিল নদী নালা। ফলে বহু এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মিনি বন্যার কবলে পড়ে চাষীদের শাইল ধান জলের তলায় পড়ে পচন ধরছে।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি মহকুমার পাথারিয়া পাহাড়ি জল ছোট ছোট নালা দিয়ে বুবরিঘাট বাগান এলাকায় ঢুকে পড়েয়। নালার জল উপচে বাগানের নিচু এলাকার প্রায় অর্ধশতাধিক জনগণের বসতবাড়ি প্লাবিত করে দিয়েছে। ভুক্তভোগী অনেক পরিবার নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বসতবাড়ির পাশাপাশি বুবরিঘাট বাগানে অনেকের ফিশারিও ডুবে যাওয়ায় সব মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

বাগানের বিশিষ্ট নাগরিক জয়হরি শালিয়া জানান, বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা তাঁরা বন্যার কবলে পড়েছিলেন। আজ শুক্রবার সকাল থেকে ধীরে ধীরে জল নামতে শুরু করলেও আতঙ্ক কাঁটেনি। তিনি জানান, আচমকা বন্যার ফলে এলাকার বহু কৃষকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার পাশাপাশি বন্যার হাত থেকে বাগানকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জয়হরিবাবু এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক নিয়ে ছবি তৈরি করতে চলেছেন বিবেক ওবেরয়

মুম্বই, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিকের পর এবার ভারতীয় বায়ুসেনার বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক নিয়ে ছবি বানাতে চলেছেন বিবেক ওবেরয়। ছবির নাম ”বালাকোট”। এই ছবিতে প্রযোজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন বিবেক স্বয়ং। সম্প্রতি নিজেই একথা জানিয়েছেন বিবেক।

পুলওয়ামা জঙ্গি হামলা থেকে শুরু করে বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইক, পাকিস্তানি ফাইটার জেটকে ধাওয়া করতে গিয়ে উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের পাকিস্তানে পৌঁছে যাওয়া, আটক হওয়া থেকে দেশে ফিরে আসা সবই থাকবে বিবেক ওবেরয়ের এই ছবি। সব ঘটনাই বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হবে এই ছবিতে। তবে অবশ্যই এই ছবির উল্লেখযোগ্য অংশ হতে চলেছে উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের বীরত্বের কাহিনী। জানা গিয়েছে, বেশকিছু অজানা তথ্যও নিজের ছবিতে তুলে ধরতে চলেছেন বিবেক।

তবে শুধু হিন্দি নয়, তামিল ও তেলুগু ভাষাতেও মুক্তি পাবে এই ছবি। চলতি বছরের শেষে জম্মু-কাশ্মীর, দিল্লি ও আগ্রাতে হবে ছবির শ্যুটিং। বিবেক বলেন, ’একজন গর্বিত ভারতবাসী, দেশভক্ত ও অভিনয় জগতের সদস্য হয়ে আমার কর্তব্য ভারতীয় সেনা কতটা শক্তিশালী সেটা তুলে ধরা। এই ছবির মাধ্যমেই দেখানো যাবে আমাদের বীর উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান কীভাবে সমগ্র ভারতবাসীকে গর্বিত করেছেন। বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক ভারতীয় বায়ুসেনা অন্যতম সুপরিকল্পিত হামলা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুরই খবর রেখেছি আমি। সেই সময়ে অনেক কিছুরই জল্পনা হয়েছিল, অনেকে অনেক কিছু বলেছিলেন। এই ছবি সেই সব জল্পনায় ইতি টানবে। ভারতীয় বায়ুসেনাকে ধন্যবাদ আমাদের বিশ্বাস করার জন্য। আশা করি আমাদের ছবি তাঁদের সেই ভরসা রাখবে।

সরকার চালানোর জন্য নয়, দেশ গড়ার উদ্দেশ্য, ফ্রান্সে প্রবাসী ভারতীয়দের বার্তা মোদী

প্যারিস, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : ভারত ও ফ্রান্সের সম্পর্ক কয়েকশো বছরের পুরনো। আর তা স্বার্থপরতা নয়, আমাদের বন্ধুত্ব স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। শুক্রবার প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রধান দফতরে এই বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রবাসী ভারতীয়দের এই অনুষ্ঠানে তিনি জানান, ”ভারত-ফ্রান্সের সম্পর্ক নবীন নয়। ভালো ও খারাপ, দুই সময়ের মধ্যে দিয়েই আমরা গিয়েছি। ভারতবাসীদের অনেকেই ফ্রান্সের ফুটবল দলের সমর্থক। বিশ্বের এমন কোনও মঞ্চ নেই যেখানে ফ্রান্স ও ভারত পরস্পরকে সমর্থন জানায়নি।”

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্যের বিষয়ে এদিন নমো বলেন, ”আপনাদের বলতে চাই, ভারত এখন সবেগে এগোচ্ছে। আমরা যে জনাদেশ পেয়েছি, তা শুধু সরকার চালানোর জন্য নয়, দেশ গড়ার উদ্দেশ্য।” এরপর তিনি যোগ করেন, ”আমি ফুটবলপ্রেমী দেশ থেকে এসেছি। আপনারা গোলের গুরুত্ব বোঝেন, ওটাই চূড়ান্ত সাফল্য। গত ৫ বছরে আমরা সেই সমস্ত গোল নির্দিষ্ট করেছি, যা আগে কেউ সম্ভব হতে পারে বলে মনে করেনি।” দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে এদিন নমো বলেন, ”আপনাদের কাছে বলতে পারি, শুধুমাত্র যাত্রা শুরুই নয়, ১৩০ কোটি ভারতবাসীর সমর্থন পেয়ে উন্নয়নের পথে আমরা ছুটে চলেছি।” প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, ”নতুন ভারতে দুর্নীতি, পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি, জনগণের অর্থ লুঠ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে যে সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা আগে হয়নি। নতুন সরকার গড়ার ৭৫ দিনের মধ্যে আমরা বহু কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

লোকনাথ মন্দির চত্বরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ৬ জন পুন্যার্থীর ঃ শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মমতার

কলকাতা ও স্বরূপনগর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): বাবা লোকনাথের জন্মস্থান উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের কচুয়াঊ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে কচুয়ার লোকনাথ মন্দিরে জল ঢালতে গিয়ে বড়সড় বিপত্তিঊ অত্যধিক ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়ল লোকনাথ মন্দির চত্বরের একটি দেওয়াল। এরপরই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে মহিলা-সহ ৬ জন পুন্যার্থীর। এছাড়াও কমপক্ষে ২৫ জন ভক্ত আহত হয়েছেন। লোকনাথ মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে পুন্যার্থীদের হতাহতের ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘লোকনাথ মন্দিরে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় আহত প্রত্যেককে উদ্ধার করা হয়েছে। খুব বেশি ভিড় এবং বৃষ্টির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।’ পাশাপাশি নিহত ও আহতদের পরিবারপিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পদপিষ্ট হয়ে নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেঊ এছাড়াও গুরুতর আহতদের পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা এবং সামান্য আহতদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করা হবেঊ সরকারি সূত্রের খবর, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের (বেসরকারি মতে ৬)ঊ মৃতদের নাম হল-বসিরহাটের স্বরূপনগরের বাসিন্দা অর্পণা সরকার, বসিরহাটের হাসনাবাদের বাসিন্দা তরুণ মণ্ডল এবং রাজারহাটের বাসিন্দা পূর্ণিমা গড়াইঊ কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে প্রাণ হারান পূর্ণিমা দেবী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে কচুয়ার লোকনাথ মন্দিরে জল ঢালতে যান অসংখ্য পুন্যার্থী। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই লাইন পড়ে গিয়েছিলঊ শুক্রবার ভোররাতে ভিড় আরও বেড়ে যায়। সেই সময় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলঊ পুলিশ সূত্রের খবর, মুষলধারে বৃষ্টির জন্য ভক্তদের অনেকেই মন্দির চত্বরের বাইরে আশ্রয় নেন। বৃষ্টি থামার পরই একসঙ্গে মন্দিরে ঢুকতে গেলে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়ঊ অত্যধিক ভিড়ের চাপে শুক্রবার ভোররাত ২.১৫ মিনিট নাগাদ লোকনাথ মন্দির চত্বরে একটি পাঁচিল ভেঙে পড়েঊ পাঁচিল ভেঙে পড়ে আশেপাশের কয়েকটি দোকানের উপরও। দেওয়াল চাপা পড়ে যান পুন্যার্থীরাঊ শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়িঊ তখনই পদপিষ্ট হন কমপক্ষে ৩৫ জন পুন্যার্থীঊ তাঁদের মধ্যেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ বাকি ২৫ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৫ জনের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছেঊ আহতদের দেখতে ন্যাশনাল মেডিক্যাল ও এসএসকেএম হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুন্যার্থীদের অভিযোগ, ভিড় সামলাতে প্রতিবছরই লকগেটের ব্যবস্থা করা হয়ঊ কিন্তু, এ বছর লকগেটের ব্যবস্থা করা হয়নিঊ ফলে প্রচুর পুন্যার্থীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়ঊ তাই এই বিপত্তি। মৃত ও আহত পুন্যার্থীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বৃষ্টির জন্য প্রচুর পুন্যার্থী একসঙ্গে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। সেই কারণেও এই বিপত্তি।

দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত কর্মশালায় প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন রাজ্যমন্ত্রী এনসি দেববর্মা। ছবি-নিজস্ব

শিমলায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নীচে পড়ে গেল সেনা-গাড়ি মৃত্যু জওয়ানের, আহত তিনজন

শিমলা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলার থেওগ তালুকে পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল সেনাবাহিনীর একটি গাড়িঊ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সেনাবাহিনীর একজন জওয়ানঊ এছাড়াও আরও তিনজন জওয়ান কমবেশি আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে থেওগ তালুকের গালু এবং লাম্ভিদার-এর মাঝেঊ দুর্ঘটনায় আহত সেনা জওয়ানদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শুক্রবার থেওগ তালুকের গালু এবং লাম্ভিদার-এর মাঝে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে নীচে পড়ে যায় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িঊ এরপর গাড়িটি উল্টে যায়, তবে পাহাড়ের কোলে গাছে আটকে যায় গাড়িটিঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজন সেনা জওয়ানেরঊ এছাড়াও তিনজন জওয়ানকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল সেনাবাহিনীর গাড়িটি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আগামী পাঁচ বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে ৫ কোটি কর্মসংস্থান, দাবি পরিবহণমন্ত্রী গড়কড়ির

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : কর্মসংস্থানে ঘাটতি বড় চ্যালেঞ্জ। সমস্যার সমাধানে আগামী পাঁচ বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে ৫ কোটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি।

বর্তমানে দেশের জিডিপি-তে ২৯ অবদান রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলির। এই অবদানের পরিমাণ ৫০ শতাংশে তুলতে হবে বলে জানিয়েছেন গড়কড়ি। পাশাপাশি, আগামী ৫ বছরে পাঁচ কোটি চাকরির ব্যবস্থাও করতে হবে এই সমস্ত সংস্থাকে।

এদিন দিল্লিতে ৬ষ্ঠ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এক্সপো-তে তাঁর ভাষণে গড়গড়ি জানিয়েছেন, ”ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সমস্যা সমাধানে এর মধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে সরকার। জোর দেওয়া হয়েছে তাদের পণ্য বিপণন ও সময় মতো টাকা পাওয়ার বিষয়ে।”

চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ই-কমার্স সংস্থা আলিবাবার অবদানের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, ই-মার্কেট পোর্টাল নির্মাণের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক সরকারি ই-মার্কেট পোর্টালের সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। নতুন পোর্টালের সম্ভাব্য নাম ”ভারত ক্র্যাফ” হতে পারে বলে জানিয়েছেন গড়কড়ি। ওই পোর্টালের গুণগত মান আলিবাবা ও অ্যামাজন-এর মতোই হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। আগামী ২ বছরে পোর্টালের মারফৎ ১০ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা আসবে বলে আশাবাদী সরকার।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ভারমিলিওন ক্লিফ লাল কেন হয়?

অ্যারিজেনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং চীনের ঝাংগি ন্যাশনাল জিও পার্কের রঙধনুর মতো পাহাড়ের রঙ দেখে অবাক হতে হয়।এদের মধ্যে সাধারণ যে জিনিসটি দেখা যায় তা হচেছ লাল রঙের শিলা। এই পাথরগুলো এতো লাল হল কীভাবে? এর কারণ হচ্ছে আয়রণ, এটি অন্য উপাদানের সাথে মিলিত হয়ে এমন খনিজ তৈরি করে যা লাল রঙের মা মরিচার মত হয়।পৃথিবীতে আয়রণ আসে প্রাচীন সুপারনোভা ঘটনার মাধ্যমে, বড় নক্ষত্র শক্তি থেকে দৌড়ে বের য়ে আসে এবং মারা যায়। এই তারার পতনের ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে নতুন শক্তি নির্গত করে। এর ফলে অনেক উৎপান মিলিত হয় এবং ভারী উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে আয়রনও থাকে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগী বিভাগীয় প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জেসিকা কেপ বলেন, এই ধরনের পতনে ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই পতিত তারা বাহ্যিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং উপাদানগুলো পাঠায়। যখন পৃথিবী গঠিত হয় তখন আয়রন সহ এর চারপাশের উপাদান গুলোর গুচ্ছকে আকড়ে ধরে। প্যানসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক টেরি এনজেন্ডার বলেন, পৃথিবীর প্রথম দিকে আর্কিয়ান যুগে বায়ুমণ্ডলে খুব কম অক্সিজেন ছিল। অক্সিজেন ছাড়া আয়রণজলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একারণেই পৃথিবীর প্রথম আর্কিয়ান মহাসাগরে প্রচুর পমিাণে আয়রণ দ্রবীভূত থাকে। যদি ফটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে এককোষী জীবগুলো অক্সিজেন উৎপন করা শুরু করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখান সুর্যের আলো ব্যবহৃত হয় জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড এর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহের জন্য যাকার্বহাইড্রেট বা অক্সিজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

এই অক্সিজেন সমুদ্রে যায় এবং আয়রণের সাথে মিলিত হয় এবং আয়নর অক্সাইড নামক খনিজ যেমন হারমাটাইট যা প্রায়ই লালরঙের হয় এবং ম্যাগনেটাইট সৃষ্টি করে।

কেপ বলেন, জারণ প্রক্রিয়া মরিচা হওয়া খুব সাধাণ বিষয়, যেখানে বাতাসে ধাতুর সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মরিচা তৈরি হয়। পাহাড়ের শিলায় হারমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এর মত খনিজের সামান্য দানা থাকে যার মধ্যে আয়রণ থাকে। এই খনিজগুলোতে জারণ হয় এবং মরিচা পরে, যা পাহাড়কে লাল করে তুলে। এনজেন্ডার বলেন, এই খনিজের সৃস্টির ফলেই ডোরাকাটা আয়রণ গঠিত হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়রণের ভান্ডার। আয়রনের গঠন ডোরাকাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারমাটাইটের স্তরের মাঝে সিলিকার স্তর থাকে, যা পাললিক শিলার স্তরের মাঝে চিল প্রায় প্রাচীণ আর্কিয়ান থেকে মধ্য প্রোটেরোজিয়িক যুগে। ডোরাকাটা আয়রনের গঠন দেখা যায় ব্রাজিল এর ক্যারাজেস এ, কানাডার লেক সুপেরিওরএ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হেমারসলে বেসিন এ, উত্তর চিনে এবং সিনেসোটা এর মেসাবি আয়রণ রেঞ্জ এ।

অ্যারিজোনা এর ভারমিলিয়ন ক্লিফ এর লাল রঙ আসে আয়রণসমৃদ্ধ খনিজ থেকে যা এর পাশের পাললিক শিলায় ছড়ানো থাকে। কেপ বলেন, লাল বেলে পাথর পশ্চিম আমেরিকায় খুবইকমন।এদের পাওয়া যায় স্যাডোনা, অ্যারিজনা এবং ক্যালিফোনিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে রেড রক ক্যানিয়ন স্টেট পার্কএ। মন্টানা, কলোরাডো এবং গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের রেড ওয়াল লাইমস্টোন ক্লিফ ও লাল শিলায় গঠিত।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ৫ টি শিল্পকর্ম

চিত্রকর্মের কারণ অনেক চিত্রশিল্পীর নামেই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাটিরে লেখা আছে। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা এসব ছবি ও ভাস্কর্যের জন্য সংগ্রাহকরা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। অর্থ যেন এসব ছবির কাছে অনেকটাই অসহায়। বিশ্ব বিখ্যাত চিত্র শিল্পীদের সবচেয়ে দামি ৫ টি শিল্পকর্ম নিয়ে আমাদের এই প্রতিবেদন।

১. আলজিয়ার্সের নারীদের নিয়ে তৈরি স্পেনের বিখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসোর ১৯৫৫ সালে আঁকা এই ছবিটি নিলামে সর্বোচ্চ ১৭ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলার দরে বিক্রি হয়েছে। ছবিটি নিউইয়র্কের ক্রিস্টি'স সংস্থায় নিলাম করা হয় ২০১৫ সালে, কেনেন এক সংগ্রাহক।

২. ইটালির চিত্রকর আমেদেও মোদিগলিয়ানি এই ছবিটি আঁকেন ১৯১ সালে, তার মৃত্যুর তিন বছর আগে। ২০১৫ সালে নিউইয়র্কে ক্রিস্টি'র সংস্থার নিলামে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চদামের ছবির মর্যাদা পায় নু কুশে। ১৭ কোটি ৪ লাখ মার্কিন ডলার দিয়ে এটি কেনেন সংস্থার নিলামে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামের ছবির মর্যাদা পায় নু কুশে।

১৭ কোটি ৪ লাখ মার্কিন ডলার দিয়ে এটি কেনেন লিউ ইকিয়ান নামের শাংহাইয়ের এক বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী।

৩. লুসিয়ান ফ্রয়েডের তিনটি প্রতিকৃতি। আইরিশ চিত্রকর ফ্রান্সিস বেকন এই তিন খণ্ডের ছবিটি আঁকেন ১৯৬৯ সালে। ছবিতে যার আলেখ্য, তিনি হলেন ব্রিটিশ চিত্রকর লুসিয়ান ফ্রয়েড, পক্ষান্তরে মনস্তত্ত্বের জনক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের পৌত্র। ২০১৩ সালে ক্রিস্টি'স এরনিলামে ছবিটির দাম ওঠে ১৪ কোটি ২৪ লাখ মার্কিনডলার। এটি রয়েছে মার্কিনশিল্পকলা সংগ্রাহক এলেইন ওয়াইনের সংগ্রহে।

৪. অঙ্গুলিনির্দেশ: সুইস ভাস্কর আলবার্তো জাকোমেত্তির সৃষ্টি এই মানুষ সমান ব্রোঞ্জ মূর্তিটি নিউইয়র্কে ক্রিস্টিস এ নিলাম করা হয় ২০০৫ সালে, ১৪ কোটি ১৩ লাখ মার্কিন ডলারে এটি কেনেন স্টিভ কোহেন নামের এক হেজফান্ড ম্যানেজার। মূর্তিটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দামী ক্রয়যোগ্য ভাস্কর্য বলে মনে করা হয়।

৫. সোনার আডেলে: অস্ট্রিয়ার চিত্রকর গুস্তাফ ক্লিন্ট আডেলে ব্লখ বাউয়ারের এই প্রতিকৃতিটি আঁকেন ১৯০৭ সালে।

বিজ্ঞানের যে ১৫ টি বিষয় আমরা জানি না

বিজ্ঞানের নতুন কিছু বিষয় আছে যা আমরা জানি না। পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন বিষয় তৈরি হচ্ছে যার অনেক কিছুই আমরা জানি না। আমাদের অজানা বিজ্ঞানের এমন কিছু বিষয় আজ আমরা জনেন নিব।

১. ফুসফুস শুধু শ্বসনের কাজই করেনা তারা রক্ত উৎপাদনের কাজও করে। স্তন্যপায়ীর ফুসফুস প্রতি ঘন্টায় ১০ মিলিয়নেরও বেশি প্লেটলেট উৎপন্ন করে, যা শরীরের সংবাহিত হওয়া অধিকাংশ প্লেটলেট এর সমান।

২. গাণিতখভাবে টামি মেশিন তৈরি করা সম্ভব, যার মাধ্যমে অতীতের উপাদানগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

৩. সাইবেরিয়ার পারমাফ্রস্ট গলতে শুরু করেছে। ভুগর্ভস্থ চির হিমায়িত অঞ্চলকে পারমাফ্রস্ট বলে।

৪. বিশ্বের প্রথম আধা সিনথেটিক জীব আমাদের মধ্যেই বসবাস করছে। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ৬ অক্ষরের জেনেটিক কোড ব্যবহার করে এর উত্থান ঘটিয়েছেন।

৫. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সবচেয়ে কালো উপাদান হচ্ছে ভেন্টাব্লেক। এটি এ বছরই মানুষের হাতের নাগালে আসছে স্প্রে হিসেবে।

৬. টাইম ক্রিস্টাল তৈরি করা এখন শুধু সময়ের বিষয়। এই অসম্ভব বস্তুটি তৈরি করার নীল নকশা এখন আছে আমাদের হাতেই।

৭. মানুষের শরীরে একটি নতুন অঙ্গ শনাক্ত হয়েছে, আর তা হচ্ছে মেসেন্টারি।

৮. ইঁদুরের মস্তিষ্কে এমন একটি দৈত্যকার নিউরন শনাক্ত হয়েছে যা স্তন্যপায়ীর চেতনার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়।

৯. পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও বিরল কুকুরটি আসলে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।নিউগিনির সুদর্শন বন্য কুকরের মধ্যে এটি লুকিয়ে আছে।

১০. আক্কেল দাঁতের মত মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স অপ্রয়োজনীয় নয়। এর গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক কাজ আছে বলে জানা যায়।

১১. ১৩০ বছর পরে হলেও ডায়নোসরে ফেমিলি ট্রি টি সম্পূর্ণভাবে আঁকা সম্ভব হবে। এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয়, স্কটল্যান্ড পাওয়া বিড়াল আকৃতির জীবাশ্মকে।

১২. পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ডিম্বাশয়ে নয় শুরু হয় মস্তিষ্কে।

১৩. পৃথিবীতে একটি সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ তৈরি হচ্ছে যার নাম জিয়ালেন্ডিয়া।

১৪. পৃথিবীর ভূতত্ত্বের উপর মানুষে বড় প্রভাব ছিল। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ভূতাত্ত্বিক যুগ

অ্যানথ্রোপসিন এর আহবানের কথা বলেছেন। ১৫. বৃহৎ তিমি যা সমুদ্রে মূল্যবান ইউনিকর্ণ। এটি শিকারের জন্য তাদের সিংহ ব্যবহার করে, কিন্তু আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে নয়।

সৌদি আরবে বন্ধ বিশ্বের বৃহত্তম সৌরশক্তি প্রকল্প

২০০০ কোটি ডলার মূল্যের সৌরশক্তি প্রকল্প বন্ধ করেছে সৌদি আরব এবং বিনিয়োগকারী সংস্থা, সফটব্যাঙ্ক। প্রয়োজনের তিনগুণ শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম প্রকল্পটি সৌদি রাষ্ট্রের অথনৈতিক রূপান্তর পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সৌদি রাষ্ট্রীয় সূত্রমতে, সৌদি আরবে বিশ্বের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পনির্মাণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পুনর্ণবীকরণযোগ্য শক্তির উন্নয়নে সৌদি আরবের আরো অনেক বৃহত্তর ও কার্যকর কৌশলনিশ্চিত করা বাকি বলেই এন সিদ্ধান্ত। সৌর প্রকল্পটির ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০০ গিগাওয়াট শক্তির উৎপাদন করার কথা ছিল, দেশটির দৈনিক চাহিদার চেয়ে যা তিনগুণ বেশি। মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌদি সরকারে এক উপদেষ্টা জানান, 'কোনো নতুন প্রকল্প আকর্ষণীয় হলেও তাকে সঠিকভাবে নির্বাহ করা কঠিন। পাশাপাশি এই প্রকল্পে কেউ সক্রিয়ভাবে কাজও করছিল না।' সুবিশাল মরুভূমি এবং প্রচুর রোদ থাকা সত্ত্বেও, সৌদি আরবের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাবর্তমানে পর্যাপ্ত নয়। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানী থেকেই তার প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে সৌদি আরব।

তবে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনীতির অন্যান্য দিকে জোর দিচেছ বর্তমান সৌদি রাষ্ট্র। সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে জাপানি সংস্থা, সফটব্যাঙ্ক, ইতিমধ্যেই সৌদি আরবের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও তার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে তুলতে ১০০ বিলিয়ন ডলারের ভিশন ফান্ড'নামের একটি উদ্যোগ তৈরিকরছে।

প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা সত্ত্বেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সৌদির 'সৌর স্বপ্ন'। সৌদি কর্মকর্তাদের মতে, রাষ্ট্রের পক্ষে এখনো ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়নের পরিকাঠামো বা ভর্তুকি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

এর পরিবর্তে অক্টোবরের শেষের দিকে ঘোষণাকরার জন্য একটি বৃহত্তর কৌশল প্রণয়ন করছে সরকার, যা সৌদি আরবের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিষয়ক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। সেক্ষেত্রে সফটব্যাঙ্ক ভবিষ্যতে ২০০ গিগাওয়াটের এই সৌরপ্রকল্প নির্মাণে জড়াবে কি না,তা এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

অঙ্ক ও ভাষা শেখাবে রোবট

রোবট দিয়ে সাধারণত সূক্ষ্ম বা ঝুঁকিপূর্ণ বেশি করানো হয়। কিন্তু হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াস ও ওভোটরা এদিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। তারা এখন বাচ্চাদের স্কুলে অঙ্ক ও ভাষা শিক্ষার ক্লাস নেয়।

ক্লাস নেয়ারসময় একাধিকবার একই জিনিস আওড়াতে তাদের কোনো বিরক্তি নেই। তাই কেউ বারবার একই প্রশ্ন করলেও তাকে বিব্রত হতে হয় না। পাইলট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চারটি রোবট ফিন্যালেন্ডর দক্ষিণাঞ্চলের ট্যাম্পার সিটির একটি প্রাইমারি স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাষা শেখানোর মেশিনকে হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াসে পরিণত করে চালানো হচ্ছে ভাষা শিক্ষার ক্লাস।

এক ফুট উচ্চতার এ রোবটটি চালানো হয় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। রোববটি ২৩ টি ভাষা বুঝতে পারে।শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের একঘেয়েমি দূর করতে সে গ্যাংনাম স্টাইলে নাচতেও পারে। এতে এমন একটি সফটওয়্যার আছে, যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য করে এবং শিখতে উৎসাহ দেয়।

আপাতত রোবটটি শুধু ইংরেজি, ফিনিশ ও জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারছে। রোবটটি মানুষের দক্ষতাগুলো চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্ন সাজিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সম্পর্কেও রোবটটি শিক্ষকদের তথ্য দিতে পারে। অঙ্কের রোবটটির নাম ওভোট। এর উচ্চতা ১০ ইঞ্চি।নীল রঙের প্যাচারমতো দেখতে এ রোবট তৈরি করেছে ফিনিশ এআই রোবটস। মোট তিনটি ও ভোট আগামী এক বছরের জন্য স্কুলটিতে অঙ্ক শেখাবে। অনেক শিক্ষকরাই রোবটটিকে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখার একটি পদ্দতি হিসেবে দেখছেন। রিকা কলুনসারকা নামে এক শিক্ষিকা বলেন, এলিয়াস, রোবটটি ক্লাসরুমে ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার একটি মাধ্যম। ক্লাসরুমে রোবটের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোয়ও সম্প্রতি রোবটের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। তবে মানুষের চেয়ে দক্ষতা বেশি থাকলেও ক্লাসরুমের শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিষয়ে তারা পিছিয়ে আছে। তাই আশা করা হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে সামান্য পরিসরে রোবটের ব্যবহার শুরু হলেও শিক্ষকদের চাকরি নিরাপদই থাকবে।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। অরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এব কতটুকু কার্যকর?

যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠান্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিভ হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে খুবই ভোগাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেবল্যাট নেক্সিটাল ৫ মিগ্রা নাস্তার পর খেতে পারেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনডেভার ১০ মিগ্রা, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। বিশেষমুহূর্তে নিজের আবেগ বা আবেগ জনিত সমস্যাগুলো কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগ্য কোনো সাইকোথেরাপি বা রিলাক্সেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তরের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়াই ভালো। কারণ অন্যকোনো সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল। থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা ট্যুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন।

সবজি ও ফল চাষের বারো মাসের পঞ্জিকা

আমাদের দেশে সাধারণত ঋতু বা মরশুম ছ'টি। আর কৃষির মরশুম তিনটি খরিফ ১, খরিফ-২ ও রবি। উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে যদিও কৃষি মরশুমকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে প্রতি মাসের প্রতিটি দিনই কিছু না কিছু কৃষি কাজ করতে হয়। সেজন্য বলা যায় বছরের প্রতিটি দিনই কৃষির কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে চাষিভাইদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে বাংলা বারো কৃষি ভূবনে করণীয় কাজগুলোর দিক নির্দেশনা দেওয়া হল মাত্র।চাষি ভাইরা নিজস্ব চিন্তাধারা, চাহিদা ও আর্থিক দিক বিবেচনা করে নিজের মতো প্রতিদিনের কাজগুলোকে সাজিয়ে নেবেন ও বাস্তবে রূপ দেবেন। তাহলেই লাভবান হবেন এবং কৃষি ভুবন সমৃদ্ধ হবে।

বৈশাখ (মধ্যএপ্রিল মধ্যমে) ঃ লালশাক, গিমাকলমি, ডাঁটা, পাতাপেঁয়াজ, পাটশাক, বেগুন, মরিচ, আদা, হলুদ ঢেঁড়শ বীজ বপন ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ মিস্টিকুমড়া, করলা, ধুন্দুল, ঝিঙা, চিচিংগা, চালকুমড়া, শসার মাচা তৈরি,চারা উৎপাদন, কুমড়া, জাতীয় সবজির পোকামাকড়, দমন, সেচ প্রদান। খরিফ ১ সবজির বীজ বপন, চারা রোপণ। ডাঁটা, পুইশাক, লালশাক, বরবটি ফসল সংগ্রহ। খরিফ-২ সবজির বেড প্রস্তুত ও চারা তৈরি। কাঁচা কাঁঠাল সবজি হিসেবে ব্যবহার কচি সজিনা, তরমুজ, বাঙি সংগ্রহ আলুর চিপস তৈরি ও রকমারি ব্যবহার। ফল চাষের স্থান নির্বাচন, উন্নতজাতের ফলের চারা কলম সংগ্রহ, পুরনো ফলগাছে সুষম সার প্রয়োগ, ফলন্ত গাছে সেচ প্রদান।

জ্যৈষ্ঠ (মধ্যমে-মধ্যজুন) ঃ আগে বাজতলায় বপনকৃত খরিফ-২ এর সবজির চারা রোপণ, সেচ ও সার প্রয়োগ, বিভিন্ন পরিচর্যা, সজিনা সংগ্রহ এবং গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ ও পরিচর্যা। ঝিঙা, চিচিংগা ধুন্দুল, পটল, কাঁকরোল সংগ্রহ, পোকামাকড় দমন। নাবী ও কুমড়া জাতীয় ফসলের মাচা তৈরি, সেচ ও সার প্রয়োগ। ফলের চারা রোপণের গর্ত প্রস্তুত ও বয়স্ক ফল গাছে সুষম সার প্রয়োগ, ফল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।

আষাঢ় (মধ্যজুন-মধ্যজুলাই) ঃ গ্রীস্মকালীন বেগুন, টমেটো, কাঁচা মরিচের পরিচর্যা, শিমের বীজ বপন, কুমড়া জাতীয় সবজির পোকামাকড়, রোগবালাই দমন। আগে লাগানো বেগুন, টমেটো ও ঢেঁড়শের বাগান থেকে ফসল সংগ্রহ। খরিফ -২ সবজির চারা রোপণ ও পরিচর্যা, সেচ সার প্রয়োগ। ফলসহ ওষুধি গাছের চারা/কলম রোপণ, খুঁটি দিয়ে চারা বেঁধে দেওয়া, 'খাঁচা/ বেড়া দেওয়া। ফল গাছে সুষম সার প্রয়োগ।

শ্রাবণ (মধ্যজুলাই-মধ্য আগস্ট): আগাম রবি সবজি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, টমেটো, বেগুন এর বীজতা তৈরি, বীজ বপন। খরিফ- ২ এর সবজি উঠানো ও পোকামাকড় দমন শিমের বীজ বপন, লালশাক ও পালংশাকের বীজ বপন। রোপণকৃত ফলের চারার পরিচর্যা, উন্নত চারা কলম রোপণ, খুঁটি দেওয়া, খাঁচি বা বেড়া দেওয়া, ফল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ/ সংরক্ষণ।

ভাদ্র (মধ্যআগস্ট-মধ্যসেপ্টেম্বর)ঃ অধিকাংশ খরিফ -২ সবজির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও খারিফ-১ এর সবজি বীজ সংরক্ষণ। আগাম রবি সবজি বাধাঁকপি, ফুলকপি, ওলকপি, সবুজ ফুলকপি, টমেটো, বেগুন, লাউ এর জমি তৈরি চারা রোপণ, সার প্রয়োগ। মধ্যম ও নাবী রবি সবজির বীজতলা তৈরি, বীজ বপন। নারী খরিফ -২ সবজি সংগ্রহ, বীজ সংরক্ষণ। আগে লাগানো ফলের চারার পরিচর্যা। ফলের উন্নত চারা/ কলম লাগানো, খুঁটি দেওয় বেড়া দিয়ে চারাগাছ সংরক্ষণ, ফল সংগ্রহের পর গাছের অঙ্গ ছাঁটাই।

আশ্বিন (মধ্যসেপ্টেম্বর-মধ্যঅক্টোবর) ঃ আগাম রবি সবজির চারা রোপণ, চারার যত্ন, সেচ, সার প্রয়োগ, বালাই দমন, নাবী রবি সবজির বীজতলা তৈরি, বীজ বপণ, আগাম টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবুজ ফুলকপি, ওলকপির ।গাছ দমন ও গোড়া বাঁধা। শিম, লাউ, বরবটির মাচা তৈর ও পরিচর্যা। রসুন, পেঁয়াজের বীজ বপন, আলু লাগানো। ফল চগাছের গোায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার ও সার প্রয়োগ।

কার্তিক (মধ্যঅক্টোবর- মধ্য নভেম্বর) ঃ আলুর কেইল বাঁধা ও আগাম রবি সবজির পরিচর্যা ও সংগ্রহ। মধ্য রবি সবজি পরিচর্যা, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান। নাবী রবি সবজির চারা উৎপাদন, জমি তৈরি/ চারা লাগান। বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপির গোড়া বাঁধা / আগাছা পরিষ্কার করা। মরিচের বীজ বপন/ চারা রোপণ। ফল গাছের পরিচর্যা সার প্রয়োগ না করে থাকলে সার ব্যবহারও মালচিং করে মাটিতে রস সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া।

অ গ্রহায়ণ (মধ্যনভেম্বর-মধ্যডিসেম্বর)ঃ মিষ্টি আলুর লতা রোপণ, পূর্বে রোপণকৃত লতার পরিচর্যা, পেঁয়াজ, রসুন ও মরিচের চারা রোপণ, আলুর জমিতে সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান। অন্যান্য রবি ফস যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন ও ওলকপি, শালগম -এর চারার যত্ন, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, আগাছা পরিষ্কার, সবজি সংগ্রহ। ফল গাছের মালচিং এবং পরিচিত সার প্রয়োগ।

পৌষ (মধ্যডিসেম্বর-মধ্যজানুয়ারি)ঃ আগাম ও মধ্যম রবি সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন, সবজি সংগ্রহ। নাবী রবি সবজির পরিচর্যা ফল গাছের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন এবং অন্যান্য পরিচর্যা। যারা বাণিজ্যিকভাবে মরশুমি ফুলে চাষ করতে চান তাদেরকে এ সময় ফুল গাছের বেশি করে যত্ন নিতে হবে বিশেষ করে সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

মাঘ (মধ্যজানুয়ারি-মধ্যফেব্রুয়ারি) ঃ আলু, পেঁয়াজ, রসুন- এর গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া, সেচ, সার প্রয়োগ, টমেটোর ডাল ও ফল ছাঁটা, মধ্যম ও নাবী রবি সবজির সেচ, সার ,গোড়া বাঁধা, মাচা দেওয়া এবং আগাম খরিফ-১ সবজির বীজতলা তৈরি বা মাদা তৈরি বা বীজ বপন। বীজতলায় চারা উৎপাদনে বেশি সচেতন হতে হবে। কেননা সুস্থ সবল রোগমুক্ত চারা রোপণ করতে পারলে পরবর্তীতে অনায়াসে ভাল ফসল /ফলন আশা করা যায়। ফল গাছের পোকামাকড়, রোগবালাই দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা।

ফাল্গুন (মধ্যফেব্রুয়ারি-মধ্যমার্চ) ঃ নাবী খরিফ ১ সবজির বীজতলা তৈরি মাদা তৈরি, বীজ বপন ঢেঁড়শ, ডাঁটা লালশাক এর বীজ বপন। আগাম খরিফ-১ সবজির চারা উৎপাদন ও মূল জমি তৈরি, সার প্রয়োগ ও রোপণ। আলু, মিস্টি আলু সংগ্রহ, রবি সবজির বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাগানের অন্যান্য ফসলের পরিচর্যা। আলু সংরক্ষণে বেশি যত্নবান হোন। এক্ষেত্রে জমিতে আলু গাছের বয়স ৯০ দিন হলে মাটির সমান করে সমুদয় গাছ কেটে গর্তে আর্বজনা সার তৈরি করুন। এভাবে মাটির নিচে ১০ দিন আলু রাখার পর অর্থাৎ রোপণের ১০০ দিন পর আলু তুলতে হবে। এতে চামড়া শক্ত হবে এ সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়বে। ফল গাছের গোড়ায় রস কম থাকলে মাঝে মধ্যে সেচ প্রদান, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করা দরকার।

চৈত্র (মধ্যমার্চ-মধ্যএপ্রিল) ঃ গ্রীষ্মাকালীন বেগুন, টমেটো, মরিচের বীজ বপন/ চারা রোপণ। নাবী জাতের বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন। যেসব সবজির চারা তৈরি হয়েছে সেগুলো মূল জমিতে রোপণ। সবজি খেতের আগাছা দমন, সেচ ও সার প্রয়োগ, কুমড়া জাতীয় সবজির পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন। নাবী সবজি উঠানো, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। মাটিতে রসের ঘাটতি হলে ফলের গুটি/ কড়া ঝড়ে যায়। তাই প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন জরুরি।

উত্তরকাশীতে ফের ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, সামান্য জখম পাইলট এবং সহকারী পাইলট

উত্তরকাশী, ২৩ আগস্ট (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে ফের ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টারঊ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরকাশী জেলার আরাকোটের কাছে তিকোচি এলাকায় ভেঙে পড়ল একটি হেলিকপ্টারঊ সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ সামান্য জখম হয়েছেন ওই হেলিকপ্টারের পাইলট এবং সহকারী পাইলটঊ উত্তরকাশীর জেলাশাসক আশীষ চৌহান জানিয়েছেন, শুক্রবার তিকোচি এলাকায় ভেঙে পড়ে বন্যা দুর্গতদের জন্য ত্রাণের কাছে ব্যবহৃত একটি হেলিকপ্টারঊ এই ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ সামান্য জখম হয়েছে হেলিকপ্টারের পাইলট ও সহকারী পাইলটঊ কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত বুধবার বিদ্যুতের তার জড়িয়ে উত্তরকাশীর মোলদির কাছে ভেঙে পড়েছিল একটি হেলিকপ্টারঊ গত বুধবারের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট ও স্থানীয় এক বাসিন্দারঊ বুধবারের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে শুক্রবার ফের ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার।

ডেঙ্গু আতঙ্ক ভাঙড়ে

ভাঙড়, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : এবার ডেঙ্গুর আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে। ভাঙড় ১ ব্লকের মরিচা গ্রামে একাধিক ব্যক্তির রক্তে ডেঙ্গুর ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। আর সেই খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসেছেন প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা। শুক্রবারই এই মরিচা গ্রামে আসেন বারুইপুর মহকুমার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙড় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অনিমেষ হোড়, বিডিও ভাঙড় ১ সৌগত পাত্র সহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিরা।

গত কয়েকদিন ধরেই এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে জ্বরের উৎপাত বেড়েছে। ইতিমধ্যেই চোদ্দজন ভাঙড়ের নলমুড়ি ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদের মধ্যে অন্তত সাতজনের রক্তে ডেঙ্গুর ভাইরাস মিলেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। আর সেই কারণেই এদিন এলাকার মানুষকে সচেতন করতে ও কিভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে জানাতে গ্রামে আসেন স্বাস্থ্য দফতড়ের কর্তা ব্যক্তিরা ও প্রসাশনিক আধিকারিকরা। এদিন এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি এলাকায় ব্লিচিং ছড়ানো ও মশা তাড়ানোর জন্য কামান দিয়ে ধোঁয়া দেওয়া হয়। পাশাপাশি এলাকার মানুষজনকে নোংরা জল কোথাও জমতে না দেওয়া। বাড়ি ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এদিন হাসপাতালে গিয়েও সেখানে রোগীদের সাথে ও কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের সাথে কথা বলেন স্বাস্থ্য ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।

সাকেত আদালতে আত্মসমর্পণ অনন্ত সিংয়ের, হেফাজতে নেওয়ার আবেদন দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ দিনের লুকোচুরি শেষঊ অবশেষে দিল্লির সাকেত আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন বিহারের (মোকামা) নির্দল বিধায়ক অনন্ত সিংঊ গত ১৬ আগস্ট নির্দল বিধায়ক অনন্ত সিংয়ের বাসভবন থেকে একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করেছিল পুলিশঊ ইউএপিএ ধারায় অনন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়ঊ একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন মোকামার বিধায়ক অনন্ত সিংঊ অনন্ত সিং জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আদালতেই আত্মসমর্পণ করবঊ বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছেঊ' এই মন্তব্যের কয়েক ঘন্টা পরই দিল্লির সাকেত আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন অনন্ত সিং।

ছয়ের পাতায়

শুক্রবার আগরতলায় পেনশন আদালত সংক্রান্ত কর্মসূচির সূচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব

নারদাকাণ্ডে ফের ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল সিবিআই

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স): নারদাকাণ্ডের তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফের ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, নারদা কাণ্ডে একটি লুকনো ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। ম্যাথু স্যামুয়েলের আই ফোনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল সেই লুকনো ক্যামেরাটি। ইয়ার ফোনের ইনপুট পয়েন্টে ওই লুকনো ক্যামেরাটি সংযুক্ত ছিল। নারদা স্টিং অপারেশনের সমস্ত ফুটেজ ওই লুকনো ক্যামেরার মাধ্যমেই তোলা হয়েছিল। তদন্তে জানা গেছে, ইয়ারফোনের ইনপুট পয়েন্টে ওই লুকনো ক্যামেরাটি দিল্লির এক ব্যবসায়ী ইনস্টল করেছিলেন। যদিও সেই ব্যবসায়ী এই ধরনের কোনও লুকনো ক্যামেরা ইনস্টলেশনের কথা অস্বীকার করছেন। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই পুনরায় তলব করা হয়েছে ম্যাথু স্যামুয়েলকে। ২৮ অগাস্ট দিল্লিতে সিবিআই দফতরে তলব করা হয়েছে ম্যাথু স্যামুয়েলকে। ওই দিন ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে ম্যাথু স্যামুয়েলকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হবে বলে সূত্রের খবর।

নারদা কাণ্ডে সিবিআইয়ের নজরে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও পরিবহন দফতরও রয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও পরিবহন দফতরকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। নারদা কাণ্ডে পঞ্চায়েত ও পরিবহন দফতরের কিছু আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েই নোটিশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এর পাশাপাশি নারদা মামলায় কলকাতা পুরসভার মেয়রকেও চিঠি দিয়েছে সিবিআই। চিঠিতে ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পুরসভার ভিআইপি করিডরে কারা দায়িত্বে ছিলেন, তা জানতে চাওয়া হয় পুরসভার কাছ থেকে। পাশাপাশি, সেইসময় পুরসভার ভিআইপি করিডরের দায়িত্বে ছিলেন, এমন ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অবিলম্বে সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চিঠি পাওয়ার পরই ইতিমধ্যে পুরসভার তিন জন আধিকারিক সিবিআই দফতরে হাজিরা দেন।

চাকরি দেওয়ার নাম করে ৮ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

মহিষাদল, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ভিন জেলার এক যুবকের কাছ থেকে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হল পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল থানার আজড়া এলাকার এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ জানা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে আটক করে প্রজেনজিৎকে।

শুক্রবার ধৃত যুবককে গ্রেফতার করে হলদিয়া মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিন ২৪ পরগনার বকখলির বাসিন্দা মধুসূদন দাসকে রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি পদে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে দুই দফায় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা নেয় প্রসেনজিৎ। এরপর নির্বাচনের আগে ছেলেটিকে একটি ভুয়ো কাজে লাগিয়ে দেওয়াও হয়। কিন্তু ভোট আসতেই তাঁর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে প্রসেনজিৎ টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করতে থাকে। ইতিমধ্যে মধুসূদনের পরিবারের তরফে মহিষাদলে এসে প্রসেনজিতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

প্রসেনজিৎ প্রথমে টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও পরে গ্রামবাসীদের চাপে মেনে নেয় সবটাই। এরপর টাকা দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় চেয়েও পরে তা দিতে অস্বীকার করে। তখনই বাধ্য হয়ে মধুসূদনের পরিবারের লোকেরা মহিষাদল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রসেনজিৎকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মহিষাদল থানার ওসি পার্থ বিশ্বাস নিয়েছেন নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।।

কচুয়া লোকনাথ মন্দিরে ভিড়ের চাপে সরকারি মতে মৃত ৩, বেসরকারি ৮, গাফিলতির অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

বসিরহাট, ২৩ আগস্ট (হি.স) : ভিড়ের চাপে বৃহস্পতিবার রাত থেকে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বসিরহাট কচুয়া লোকনাথ মন্দিরে। পদপিষ্ট হয়ে, পাঁচিল ভেঙে ও অস্থায়ী দোকান ভেঙে জলে পড়ে সরকারি মতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান রাজ্য পুলিশের ডিজি। যদিও বেসরকারি মতে এই ঘটনায় ৭ থেকে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায় স্থানীয় সূত্রে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে লোকনাথ মন্দিরের দর্শনার্থীদের মধ্যে। দুর্ঘটনার জন্য পুলিশের দিকেই গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় কচুয়া লোকনাথ মন্দিরের জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান।

বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকেই কচুয়া লোকনাথ মন্দিরে হাজির হন দর্শনার্থীরা। দর্শনার্থীদের চাপে রাত দুটো নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনা। মন্দিরে ঢোকার মুখে বিপুল দর্শনার্থীর চাপে ভেঙে পড়ে রাস্তার ধারের তৈরি অস্থায়ী দোকান। দোকান ভেঙে কয়েকশো দর্শনার্থী পড়ে যান পুকুরের জলে। তখনই দর্শনার্থীদের চাপ গিয়ে পড়ে উল্টোদিকের পাঁচিলে। প্রবল চাপের মধ্যে পাচিল ভেঙ্গে চাপা পড়েন দর্শনার্থীরা। একের পর এক দুর্ঘটনার মধ্যেই ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়ে পদপিষ্ট হন দর্শনার্থীদের অনেকেই। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মন্দির চত্বরে। তৎক্ষণাৎ পুকুরের জল থেকে ও ভিড়ে আটকে পড়া দর্শনার্থীদের উদ্ধারের কাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীরা। তড়িঘড়ি আক্রান্তদের আনা হয় মন্দির কমিটির স্বাস্থ্য শিবিরে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকে সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতাল, ধান্যকুড়িয়া প্রাথমিক হাসপাতাল ও বারাসাত হাসপাতালে।

বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনার পর থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর হয় বসিরহাট জেলা প্রশাসন। লোকনাথ মন্দিরের দুর্ঘটনার বিষয়ে খবর নিতে শুক্রবার মন্দিরে আসেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ঘটনাস্থলে এসে মূলত মন্দির চত্বরের পরিকাঠামোগত ত্রুটির দিকেই অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন তিনি। ঘটনার বিষয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শুক্রবার মন্দির চত্বরে উপস্থিত হন রাজ্য পুলিশের আইজি ও ডিজি সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন ঘটনাস্থলে এসে বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ও দুইজন গুরুতর জখম সহ আরো বেশ কিছু দর্শনার্থী আক্রান্ত বলে জানান রাজ্য পুলিশের ডিজি। কচুয়া লোকনাথ মন্দিরে দুর্ঘটনায় সরকারিভাবে তিনজনের মৃত্যুর কথা পুলিশের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হলেও বেসরকারিভাবে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। এরপর শনিবার আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় এক যুবকের ও ভিড়ের চাপে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় আকাশ পাল (১৮) নামে আরো এক যুবকের। সব মিলিয়ে আনুমানিক ৭ থেকে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনায় পুলিশের দিকেই গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। অভিযোগ যে পরিমাণে দর্শনার্থীর ভিড় হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতে সেই ভিড় সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ ছিল না এলাকায়। মন্দিরের মলদ্বারে দর্শনার্থীদের চাপ বাড়লেও মন্দিরে ঢোকার সময় টাকি রাস্তার মোড়ে ভিড় সামলানোর কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে। মৃত্যুর খবর পেয়ে শুক্রবার বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুর নেতৃত্বে একটি বিজেপির প্রতিনিধি দল আসেন ঘটনাস্থলে।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু ঐতিহ্য স্থানকে 'হেরিটেজ' ঘোষণা করতে চায় কমিশন

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.): প্রোমোটারের থাবা থেকে বাঁচাতে ঝামাপুকুর লেনে দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশনী সংস্থার অফিস ভবনকে 'হেরিটেজ' ঘোষণা করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন। এই সঙ্গে আরও কিছু ঐতিহ্য স্থানকে 'হেরিটেজ' ঘোষণা করতে চায় কমিশনঊ এ ব্যাপারে সংশ্লিস্ট ভবনগুলোর মালিক বা ওয়ারিশদের মতামত ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাখিল করতে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কমিশন।

ঝামাপুকুর লেনের শতাব্দী প্রাচীন যে ভবনে রয়েছে দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশনী সংস্থার অফিস, সেখান থেকেই একসময় প্রকাশিত হত বর্ণপরিচয়-সহ বিদ্যাসাগরের লেখা বিভিন্ন বই। শুধু তাই নয়, এই বাড়িতে বিদ্যাসাগরের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। শিবরাম চক্রবর্তী এবং নারায়ণ দেবনাথের মতো লেখকরা সেখানে আসতেন। সম্প্রতি বাড়িটি প্রোমোটারের হাতে চলে গিয়েছে। প্রোমোটিংয়ে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি যাতে ধ্বংস হয়ে না যায়, সে জন্য বাড়িটিকে হেরিটেজ তকমা দিতে চায় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন।

দেব সাহিত্য কটীর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮৬০ সালে ঝামাপুকুরে একটি চালাঘরে প্রথম ছাপাখানা চালু হয়। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বরদাপ্রসাদ মজুমদার। তাঁর নাম অনুসারে এই প্রকাশনী সংস্থার নাম ছিল বিপিএম প্রেস। সেখান থেকে কিছুটা দূরেই সুকিয়া স্ট্রিটের কাছে ছিল সংস্কৃত প্রেসের ছাপাখানা। তার মালিক ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। এখান থেকেই প্রথম ছাপা আকারে বের হয় বিদ্যাসাগরের লেখা "বর্ণপরিচয়"। ওই সময় বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলায় বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু হয়।

শোনা যায়, একসঙ্গে ১৫ জন বিধবা মহিলার বিয়ের খরচ জোগাড় করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সাধের ছাপাখানা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। ১৮৯০ সাল থেকে ঝামাপুকুর লেনের বিপিএম প্রেস থেকে "বর্ণপরিচয়" ছাপা শুরু হয়। ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তখন বাজারে তাঁর বিপুল দেনা। সে জন্য বিদ্যাসাগরের লেখা "বর্ণপরিচয়", "কথামালা", "উপক্রমণিকা", "বোধদয়" প্রভৃতি বই হাইকোর্টের রিসিভারের হাতে চলে যায়। ১৯২৪ সালে বিপিএম প্রেসের নাম বদলে হয় দেব সাহিত্য কুটীর। সে বছরই বিদ্যাসাগরের লেখা সমস্ত বই ছেপে বিক্রি করার জন্য হাইকোর্ট নিলাম ডাকে। তাতে বিদ্যাসাগরের সমস্ত বই ছাপার অধিকার পায় সংস্থাটি। তখন থেকেই ঝামাপুকুর লেনের দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশনী সংস্থা থেকে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ-সহ বিদ্যাসাগরের লেখা বিভিন্ন বই টানা প্রকাশিত হচ্ছে। হাইকোর্টে নিলামে স্বত্ব হস্তান্তর হয়েছিল, বর্ণপরিচয়ের রিসিভার সংস্করণে আজও উল্লেখ করা থাকে। দেব সাহিত্য কুটীরের জনপ্রিয় পত্রিকা "শুকতারা" প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। এই প্রকাশনী সংস্থার আরও একটি জনপ্রিয় পত্রিকা হল "নবকল্লোল"।

এছাড়া যে সব ঐতিহ্য স্থানকে 'হেরিটেজ' ঘোষণা করতে চায় কমিশন, তার মধ্যে আছে ব্যারাকপুরের শিবশক্তি মা অন্নপূর্ণা মন্দির, সিবি স্টুয়ার্টের কুঠি, কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস, কৃষ্ণ ভবানী নারীশিক্ষা মন্দির, শ্রী মন্দির প্রবর্তক সঙ্ঘ, শ্রী শ্রী ব্রহ্মময়ী দক্ষিণ কালীমাতা মন্দির এবং সেন্ট বার্থালমো'জ ক্যাথিড্রাল।

১৮৭৫ সালে ১২ এপ্রিল রানি রাসমণির ছোট মেয়ে জগদম্বা দেবী মা অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের আদলে। রামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়ঊ ব্যারাকপুরে অন্নপূর্ণা মন্দির চত্বরে অবস্থিত সিবি স্টুয়ার্টের কুঠিঊ নীলকর সাহেব সি বি স্টুয়ার্ট এখানে থাকতেন। যদিও নাম "লালকুঠি"। কিন্তু জনমানসে স্টুয়ার্ট কুঠি বা নীল কুঠি হিসেবেই পরিচিত। পরবর্তীকালে রানি রাসমণির ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণা মন্দির তৈরির জন্য এই কুঠি সমেত জমি কিনেছিলেনঊ ব্যারাকপুর সদর বাজারে ব্রিটিশ সেনাদের কবরস্থান কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভসঊ হুগলি জেলায় প্রথম মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চন্দননগর কৃষ্ণ ভবানী নারীশিক্ষা মন্দির। হরিহর শেঠ এই শিক্ষালয় তৈরি করেছিলেনঊ চন্দননগরের গোস্বামীঘাট শ্রী মন্দির, প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ঊ অরবিন্দ ঘোষের অনুপ্রেরণায় সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছেড়ে দেশীয় চিন্তাধারায় মানুষকে আত্মনির্ভর করতে এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাঊ বারাকপুর ক্যাথিড্রালের সেন্ট বার্থালমো'জ ক্যাথিড্রালের প্রতিষ্ঠা ১৮৩১ঊএটি আদতে ছিল গ্যারিসন চার্চ।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে পৈলানের ডিরেক্টর গ্রেফতার করল সিবিআই

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স): শুক্রবার বিকেলে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে পৈলান গ্রুপের অন্যতম ডিরেক্টর বিনয় কুমার সিংকে গ্রেফতার করল সিবিআই। সিবিআইয়ের সন্দেহ, শহর ছেড়ে পালানোর ছক করছিলেন এই অর্থলগ্নি সংস্থার শীর্ষ কর্তা।

সিবিআই সূত্রে খবর একাধিকবার জেরার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল পৈলান অন্যতম ডিরেক্টরকে। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি সিজিও কমপ্লেক্সে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চিটফান্ড কেলেঙ্কারিকে এক ছাতার তলায় এনে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি ইডি এবং সিবিআই। একাধিক নেতামন্ত্রী থেকে পুলিশ কর্তাকে জেরা করছে তদন্ত এজেন্সি।

জানা গেছে , বেআইনি স্কিম দেখিয়ে ৬০০ কোটি টাকার বেশি বাজার থেকে তুলেছিল এই সংস্থা। আমানতকারীরা সেই টাকা ফেরত পায়নি। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা সেই টাকার কোনও হদিশও পাননি বলে খবর। শনিবার ধৃত পৈলানের অন্যতম ডিরেক্টরকে আদালতে তোলা হবে।

২০১৮ সালের জুলাই মাসে চিটফান্ড সংস্থা পৈলান গ্রুপের অফিস ও কর্ণধারের বাড়ি সহ একাধিক জায়গায় হানা দেয় সিবিআই। উদ্ধার হয় টাকা লেনদেনের কাগজপত্র, বিভিন্ন স্কিমের সার্টিফিকেট সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। এই সংস্থার বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে বাজার থেকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগ মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে চিটফান্ড সংস্থার কর্তাদের যোগাযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সারদা-রোজভ্যালির মতো একাধিক চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই। কিছুদিন আগে পৈলানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই সংস্থা থেকে প্রতিশ্রুতি মতো টাকা ফেরত না পেয়ে আমানতকারীরা অভিযোগ জানান থানায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। তখনই পৈলানের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করে তারা। তাতে সংস্থার চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর সহ একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই পৈলানের বিরুদ্ধে তদন্তে তেমন কোনও অগ্রগতি ছিল না।

দিল্লি থেকে নির্দেশ আসার পরই চিটফান্ড মামলা নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে সিবিআই। তাদের হাতে থাকা তদন্তের ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। তারই পদক্ষেপ হিসেবে এদিন পৈলান চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে তল্লাশি শুরু হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান অপূর্ব সাহা, ডিরেক্টর চন্দন চক্রবর্তী বিপিনকুমার সিং সহ আরও বেশ কয়েকজনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। পাশাপাশি এই সংস্থার অফিসগুলোতেও যান তদন্তকারী অফিসাররা।

বাজেয়াপ্ত করা নথিপত্র এবং জমা পড়া কাগজপত্র দেখে সিবিআই জেনেছে, সারদা-রোজভ্যালির মতোই এই সংস্থা একাধিক স্কিম খুলে বাজার থেকে টাকা তুলছিল। আমানতকারীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের জন্য সেবি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন নিয়ামক সংস্থার কোনও অনুমতি ছিল না। ২০১৫ সালের ২৭ জুন সেবি এই সংস্থার টাকা তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তারপরও তারা টাকা সংগ্রহ করছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারী অফিসাররা জেনেছেন, মাত্র কয়েকবছরে এই সংস্থা প্রায় ৬০০ কোটি টাকা তুলেছে বাজার থেকে। আমানতকারীদের ভুল বুঝিয়ে এই টাকা তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাঁদের টাকাতেই একের পর সম্পত্তি কেনা হয়েছিল। খোলা হয়েছিল আলুর চিপস, জেম অ্যান্ড জুয়েলারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ একাধিক ব্যবসা। এমনকী আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থ ব্যবহার করে গড়া হয় ফুটবল টিম। তদন্তে নেমে সিবিআই জানতে পেরেছে, এই সমস্ত সংস্থা খুলতে বিপুল পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম টাকা লগ্নি করা হয়েছিল। তদন্তকারী অফিসারদের অনুমান, এভাবে আমানতকারীদের টাকা বাইরে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই চিটফান্ড সংস্থার হোটেল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আলুর চিপসের কারখানা সহ বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ পেয়েছেন অফিসাররা। এগুলি কীভাবে কেনা হয়েছিল এবং জমিগুলি নিয়ে আইনি কোনও জটিলতা রয়েছে কি না, তার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে। একইসঙ্গে ঘুরপথে কোম্পানির যে টাকা বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে, তা কোথায় গিয়েছে এবং সেই টাকায় চিটফান্ড সংস্থার কর্ণধাররা ব্যক্তিগত সম্পত্তি করেছিলেন কিনা, তা নিয়েও খোঁজখবর করা হচ্ছে।

এলাকা দখলকে ঘিরে গভীর রাতে শুট আউট রায়গঞ্জে, জখম এক

রায়গঞ্জ, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : এবার শুট আউটের ঘটনা ঘটল রায়গঞ্জে। গভীর রাতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়াল রায়গঞ্জের বন্দর এলাকায়। দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম ঋষিকেশ রবিদাস। জানা গিয়েছে, পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীনদয়াল কল্যাণীর আপ্ত সহায়ক আক্রান্ত ওই ব্যক্তি।

অভিযোগ, এলাকা দখলের লড়াইকে ঘিরে বৃহস্পকিবার রাতে ফের উত্তেজনা ছড়ায় রায়গঞ্জে। মত্ত অবস্থায় জনা কয়েক দুষ্কৃতী চড়াও হয় পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের আপ্ত সহায়ক ঋষিকেশ রবিদাসের উপর। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। শূন্যে ২ রাউন্ড গুলিও ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জের বন্দর এলাকায়।

এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় ঋষিকেশ রবিদাসকে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় গভীর রাতে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জানানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, হামলার নেপথ্যে রয়েছে স্থানীয় দুই দুষ্কৃতী। মহাদেব ও ছোটন নামে এলাকার দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী এই হামলার পিছনে রয়েছে। শুট আউটের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরবাসীর মধ্যে।

এডিসি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির অবদানকে প্রদেশ কংগ্রেস শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে। শুক্রবার আগরতলায় তুলা নিজস্ব ছবি।

পুলিশ আবাসনের ছাদ থেকে মৃত যুবক

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স) : পুলিশ আবাসনের ছাদ থেকে পড়ে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম বাপি দে(৪৬)। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য টালিগঞ্জ পুলিশ আবাসনে। কীভাবে মৃত্যু তা খতিয়ে দেখছে যাদবপুর থানার পুলিশ।

জানা গেছে, বাইশ বছরের বাপি চারুমার্কেট এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান আবাসনের বাসিন্দারা। শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে এক যুবক কাতরাচ্ছে। তড়িঘড়ি তাঁরা যাদবপুর থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাপি নামে এই যুবককে আবাসনের কোনও বাসিন্দাই তেমনভাবে চেনেন না বলে তদন্ত জানতে পেরেছে পুলিশ। চারু মার্কেট এলাকার বাসিন্দা বাপি সেখানেই একটি মদের দোকানে কাজ করতেন। তবে প্রশ্ন উঠছে, চারুমার্কেট এলাকার বাসিন্দা কীভাবে টালিগঞ্জের পুলিশ আবাসনে এসে পৌঁছলেন।

বাপির শরীরের আঘাতের চিহ্ন ছিল, কীভাবে তা হল, তা নিয়েও রহস্য দানা বাঁধছে। ওত রাতে পুলিশ আবাসনের ছাদে কীভাবে পৌঁছল বাপি, কারণ ছাদের দরজা বন্ধ থাকে। তবে কী কারণে তিনি টালিগঞ্জ পুলিশ আবাসনের গেলেন, তা নিয়ে চরম ধন্দে পুলিশ নিজেই। এক্ষেত্রে আবাসনের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তিনি আবাসনের ছাদ থেকে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। আবার তাঁকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে খুন করেছে, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। তাই, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের উপর এখন নির্ভর করতে হচ্ছে পুলিশকে। তা হাতে পেলেই বোঝা যাবে, ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছে বাপি দের।

পুজোর থিমের ভাবনায় মনিষীদের বাণী

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : ''সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে''। একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে 'মানুষ মানুষের জন্য'। লালন থেকে কবীর, চৈতন্যদেব থেকে নানক, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেরই বাণী ছিল এটা। দুর্গাপুজোয় এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই থিম করছে কুমারটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। থিমের নাম কল্পতরু।

অসুর দলনী দেবী দুর্গার কাছে মানুষের চাহিদার অন্ত নেই। ফি বছর মর্ত্যে আবির্ভূতা হয়ে আসছে বছর আবার হবে বলে ফিরে যান কৈলাসের পথে। ওই চারদিনে তাঁর কাছে জমা পড়ে মানুষের হাজার-হাজার অভিযোগ, দাবি। কারও- কারও ইচ্ছাপূরণ হয়, আবার কারও ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। অসুরবিনাশিনী হয়েও তিনি কল্পতরু হয়ে উঠতে পারেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ হয়ে আপনার সদিচ্ছা থাকলে আপনি কল্পতরু হয়ে উঠতে পারেন। হয়ে উঠতে পারেনএই লাইনের প্রকৃত প্রমাণ।

কেন এমন উদ্যোগ ? উদ্যোক্তা পুজোকমিটির আহ্বায়ক দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা প্রত্যেক বছর মানুষকে সামাজিক বার্তা দেওয়ার কথা মাথায় রেখেই বিষয় বেছে নিই। ২০০৩ সাল থেকেই সাবেকিয়ানা ছেড়ে থিমের পুজো শুরু করেছি এবং সামাজিক বার্তা দিয়ে আসছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে মানুষের মধ্যে ক্রমশই বিভেদ বাড়ছে। একে অপরের বিপদে হাত বাড়িয়ে না দিয়ে নিরাপদ দুরত্বে সরে থাকছে।" দেবাশিসবাবুর কথায়, 'আগে উত্তর কলকাতার প্রত্যেকটি পাড়ায় মানুষের মধ্যে মনের মিল ছিল, সম্পর্কের বাঁধন ছিল। কিন্তু সময়ের হাওয়ায় তা ক্রমে উধাও হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা। যদি সেই হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছা ফিরিয়ে এনে একে অপরের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিই, তাহলে যেমন সামাজিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে তেমনই সাহায্যপ্রার্থী মানুষটির ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। 'কল্পতরু' ভাবনার মাধ্যমে সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।' কীভাবে থিমের বাস্তবায়ন হবে, উদ্যোক্তারা অবশ্য এখনই খোলসা করতে রাজি নন।

জরুরী পরিষেবা

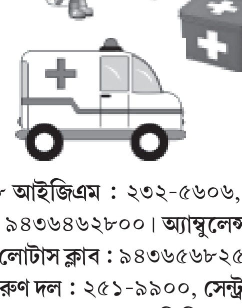

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরখাস্ত হওয়া লেকচারার মতি কাপুরকে অমরপুরে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মূলতঃ মতি কাপুর ত্রিপুরা টাইমস সংবাদপত্রে হামলা হুজ্জতি চালিয়েছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

মহিলার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল বাস

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স): মহিলার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল বাস । শুক্রবার সকালে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে পথ দুর্ঘটনা । বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন ওই মহিলা। ওই মহিলার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায় বাসের চাকা। বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে চালক পলাতক।

বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হচ্ছিলেন ওই মহিলা। সেইসময়ই বাসের তলায় পড়ে যায় তিনি। তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায় বাসের চাকা। গুরুতর জখম হন ওই মহিলা। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ও ট্রাফিক পুলিশ এসে উদ্ধার করেন জখম মহিলাকে। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, কেবি-১৬ রুটের একটি বাসের যাত্রী ছিলেন ওই মহিলা। আজ সকালে নিউটাউনের দিক থেকে বাসে করে এসে গোদরেজ ওয়াটার সাইড মোড়ে নামেন তিনি।

জন অভিযোগ সেলের নতুন অফিসের জন্য টেন্ডার ডাকল পূর্ত দফতব

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স): জন অভিযোগ সেলের নতুন অফিসের জন্য শুক্রবার টেন্ডার ডাকল পূর্ত দফতর। সরকারের কাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানতে আলাদা সেল তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডালহৌসির হেমন্ত বসু বিল্ডিং-এ তৈরি হয়েছিল জন অভিযোগ সেলের অফিস। কিন্তু এবার তা উঠে যাচ্ছে আলিপুরের উত্তীর্ণ সভাগৃহে।

মাস দেড়েক হয়েছে সেই সেল তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে দু'জন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার বদল করেছে নবান্ন। এই সেলের মাথায় যে একজন আইএএস অফিসার থাকবেন, তা শুরুতেই জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে এই সেলের মাথায় বসানো হয় আইএএস বরুণ রায়কে। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বদলে আনা হয় মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আমলা ওঙ্কারনাথ মীনাকে। তাঁকেও সরিয়ে দেয় নবান্ন। কিন্তু ওঙ্কারনাথকে সরানো নিয়ে নানা কথা শোনা যায় নবান্নের বারান্দায়। অনেকে বলেন, ওই সেলে কী ধরনের অভিযোগ জমা পড়ছে তা প্রশান্ত কিশোরের টিম জানতে চায়। কিন্তু ওঙ্কারনাথ নাকি তাতে আপত্তি জানান। সরকারের কাজে বাইরের সংস্থার নজরদারিতে তিনি নাকি বাধা দেন। অনেকে বলেন, সে কারণেই তাঁকে সরিয়ে পিবি সেলিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এবার ঠিকানাই বদলাতে চলেছে জন অভিযোগ সেল। নবান্নের কর্তারা এ নিয়ে সরকারি ভাবে মুখ না খুললেও, অনেকেই বলছেন, যে ভাবে অভিযোগের পাহাড় জমছে, তাতে ওই ছোট অফিসে কাজ করা সম্ভব নয়। লোকও বাড়াতে হবে। আর ডালহৌসির অফিসের যা বহর, তাতে বাড়তি লোক বসানোর জায়গা নেই। তাই নতুন অফিস তৈরির তোড়জোড়।

যোগেন্দ্রনগর

● প্রথম পাতার পর

বাবা তাপস বিশ্বাস টিএসআরে কর্মরত। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি ছুটে আসেন। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে গিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই কিশোর উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র ছিল। তবে কেন সে আগরতলায় যোগেন্দ্রনগরে এসেছিল তা জানা যায়নি। পরিবারের লোকজনও এই বিষয়ে কোন কিছু বলতে চাইছে না।

ঝাড়গ্রামে আন্ত্রিকে আক্রান্ত হল সাতজন গ্রামবাসী

ঝাড়্গাম, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : আবারও ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রামের বক্সা গ্রামে নতুন করে আন্ত্রিকে আক্রান্ত হল সাতজন গ্রামবাসী। তাদের মধ্যে দুজনকে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার নতুন করে আন্ত্রিকে আক্রান্তের খবর পাওয়ার পরেই জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের মেডিকেল টিম নয়াগ্রামের বক্সা গ্রামে গিয়ে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করেন।

পাশাপাশি এদিনও গ্রামের বিভিন্ন আবজর্না ও নর্দমা যুক্ত জায়গা গুলিতে ব্লিচিং পাওডার ছড়ায় স্বাস্থ্য কর্মীরা। এবং গ্রামের টিউবওয়েল ও সাবমার্সেবল পাম্পের জল নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন পরীক্ষার জন্য। জানা গিয়েছে, এবছর বর্ষা কম হওয়ার কারণে জলস্তর নেমে গিয়েছে। যার ফলে সাবর্মাসেবল ও টিউবওয়েল থেকে ঘোলা জল বের হচ্ছে। তাই এদিনও গ্রামের পানীয় জল সংগ্রহ করে পরিক্ষার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে পাঠিয়ে দেন।

উল্লেখ্য বুধবার রাত থেকে বক্সা গ্রামে ১৯ জন গ্রামবাসী আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়েছিল। পরে বৃহস্পতিবার সকালে স্বাস্থ্যকর্মীরা খবর পেয়ে গ্রামে গিয়ে আক্রান্তদের চিকিৎসা করে আসেন। পরের দিন শুক্রবার নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের যৌথ মেডিকেল টিম এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করেন। এদিন জেলা উপস্বাস্থ্য অধিকর্তা দুই সুবোধ মন্ডল ও নয়াগ্রাম ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিষ মাহাত সহ জেলা ও ব্লকের একাধিক স্বাস্থ্য কর্তারা গ্রামে গিয়েছিলেন। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিষ মাহাত বলেন, 'নতুন করে আক্রন্তের খবর পাওয়ার পরেই গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়। দুজনকে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়েছে। জল সংগ্রহ করে পরিক্ষার জন্য পাঠিয়েছি।'

কৃষ্ণ সেজে ট্রলের মুখে মীর

কলকাতা,২৩ আগস্ট (হি.স.):জন্মাষ্টমীর শুভতিথিতে অনেকেই কৃষ্ণ সেজে ফটো পোস্ট করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়ঊসেই তালিকা থেকে বাদ গেলেন না মীরওঊকিন্তু ভক্তগনকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মীর নিজেই এবার ট্রলের মুখে পড়লেনঊমীরকে কৃষ্ণ রূপে দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের শেষ নেই।

মীরের পোস্ট সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হাতে বাঁশি নিয়ে একেবারে কৃষ্ণ অবতারে মীর। কৃষ্ণের চোখে আবার চশমা আঁটা। আর রাধা হলেন অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র। ছবিটি পোস্ট করে মীর লিখেছেন, 'ট্রলকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তার আগে দয়া করে জেনে নিন, এই ছবিটি ২০০৫ সালের। জি বাংলার প্রোগ্রাম হাউ মাউ খাউ-এর জন্মাষ্টমীর স্পেশ্যাল পর্বের জন্যই এমন সাজ। দুঃখের বিষয় হল পর্বটির কোনও রেকর্ডিং আমার কাছে নেই। তবে আমি নিশ্চিত এই ছবিটাই অনেক কথা বলে। রিমঝিম রীতিমতো অবাক। আর আমি তো এখনও ভাবি, কীভাবে আমি নিজেকে সহ্য করেছিলাম'।

কিন্তু মীরের কৃষ্ণ রূপে সমালোচকরা লেখেন, 'আমরা হিন্দুরা ধর্ম নিয়ে যথেষ্ট সহিষ্ণু। সেই জন্যই আমাদের দেবদেবী নিয়ে মশকরা আমরা মেনে নিই। এমনকী কোনও অ-হিন্দু ব্যক্তি তা নিয়ে ঠাট্টা করলেও কোনও প্রতিক্রিয়া জানাই না। অন্যান্য 'শান্তিপূর্ণ' ধর্মের মতো করি না'ঊঅন্য আরেক নেটিজেনের বক্তব্য, 'শুধু হিন্দু নয়, আপনি হজরত মহম্মদ কিংবা যীশু খ্রীস্ট সেজেও দেখাবেন। আশা করি আপনার তাতেও কোনও আপত্তি থাকবে না'।

বৈঠকে

● প্রথম পাতার পর

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্দিষ্ট একটি ব্যাঙ্কের কর্মক্ষমতা প্রশংসীত হচ্ছে। একসাথে সমস্ত গ্রাহকদের সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। এই পার্থক্য কীভাবে দূর করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

তিনি জানান, পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছার লক্ষ্যে রোডম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। তাতে, অঞ্চলভিত্তিক বহুস্তরীয় আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ওই আলোচনার নির্যাস কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হবে। মূলত, দেশের উন্নয়নে দিশা নির্ধারণে ১৮টি ব্যাঙ্ক জাতীয় স্তরের আলোচনাসভায় মিলিত হবে। ব্যাঙ্কগুলির শীর্ষ পদাধিকারীরা ওই বৈঠকে অংশ নেবেন। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের পদাধিকারিরাও থাকবেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে সম্মতি জানিয়েছেন।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

মোতাবেক উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ সেই মিসিং এর মেসেজটি পেয়ে চুড়াইবাড়ি থানার সামনের নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে ১২ ঘন্টার ভেতরেই শেরাওয়ালি নেটওয়ার্কের একটি নাইট সুপার থেকে নিখোঁজ হওয়া গৃহবধূ সুমা দেববর্মাকে উদ্ধার করেন। তারপর চুড়াইবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জয়ন্ত দাস সোমা দেববর্মার স্বামীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে উনাদের হাতে নিখোঁজ হওয়া সোমা দেববর্মাকে তুলে দেন।

এদিকে চুড়াইবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জয়ন্ত দাস জানান, উনারা পাটনী আউটপোস্ট এর মিসিং এর মেসেজটি পেয়ে নাইট সুপার থেকে নিখোঁজ হওয়া গৃহবধূ সুমা দেববর্মাকে উদ্ধার করেছেন। তারপর গৃহবধূর স্বামীর বাড়ির লোকজনদের সোমা দেববর্মা উদ্ধারের খবর দেওয়া হয়। সোমা দেববর্মার স্বামীর পরিবারের লোকজনরা আজ সকালে চুড়াইবাড়ি থানায় আসার পর উদ্ধার হওয়া গৃহবধূকে উনাদের হাতে তুলে দেয় চুরাইবারি থানার পুলিশ। পাশাপাশি শ্রি দাস আরো জানান, নিখোঁজ হওয়া গৃহবধূ উদ্ধার হওয়ার পর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পেরেছে গৃহবধূ সোমা দেববর্মার স্বামী লিটন দেববর্মা কর্মসূত্রে গৌহাটি থাকেন।তাই সুমা দেববর্মা নাকি স্বামীর পরিবারের লোকজনকে কিছু না জানিয়ে গৌহাটি যাচ্ছিলো স্বামীর কাছে যাবার জন্য।

যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

দেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারি অফিসার ঘটনার তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট জমা করেন। তারপর পশ্চিম জেলার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে শুরু হয় এই ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া। সরকার পক্ষের ১৪ জন ও অভিযুক্তদের পক্ষের ৪ জন স্বাক্ষির সাক্ষ্য বাক্য আদালত শুনার পর এইদিন এই মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি। সরকার পক্ষের আইনজীবী অরবিন্দ দেব জানান আদালত এইদিন মৃতার শ্বশুর সুখেন্দু দেব ও ভাসুর সত্যজিৎ দেবকে প্রমানের অভাবে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেন। এবং শাশুড়ি কল্যাণী দেবকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা শোনান। আদালতের এই রায়ে খুশি মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সহজেই নিজেদের অভাব অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, পেনশনার্সগণ সমাজের অনুভবী অংশ। তাঁরা কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পেনশনার্সদের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে 'অনুভব' নামক পোর্টাল খোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে পেনশনার্সগণ কর্ম ও অবসরকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন। বর্তমানে সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সরকার ও সমাজ এক সঙ্গে কাজ করলে উন্নয়ন দ্রততর হয়।

বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ডেপুটি অ্যাকাউন্টস অফিসার অভিজিৎ ধর বলেন, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী বর্তমানে ত্রিপুরায় পেনশন সংক্রান্ত বিষয় এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন ডেপুটি ফিনান্স সেক্রেটারি সি মগ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অর্থসচিব এন ডার্লং।

অর্থমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার জানিয়েছেন গত ৭০ বছরে কেউ কখনও এমন অবস্থা দেখেনি যখন গোটা আর্থিক ব্যবস্থাটাই একটা চাপের মুখে।

আর্থিক ক্ষেত্রের এই চাপকে অভূতপূর্ব হিসাবে উল্লেখ করে, তিনি বলেছেন, গত ৭০ বছরে এর আগে কখনও গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে এমন চাপের মুখে পড়তে হয়নি।কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বেসরকারি ক্ষেত্রে কেউ কাউকে ঋণ দিয়ে এগিয়ে আসছে না সকলেও নগদ টাকা হাতে নিয়ে বসে রয়েছে। তাই এমন বিশেষ কোনও পদক্ষেপ নিতে হবে বলেই মনে করছেন তিনি।

বাসিন্দা

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তবে আটক আশিসের জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি পুলিশ। তাই তাকে পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকরা দফায় দফায় জেরা করছেন, জানান এসডিপিও।

তিনি জানান, তাঁদের ধারণা আটক আশিস সত্য গোপন করছেন। তিনি কোনও অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িত কি না তা যাচাই করছেন তাঁরা। এসডিপিও বলেন, সাম্প্রতিককালে জিএসটি-র নিয়ম অনুযায়ী কোনও ব্যাবসায়ী নগদ দশ হাজার টাকার বেশি নগদে লেনদেন করতে পারেন না। তাকে চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমেই লেনদেন করতে হয়। তবে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, জানান তিনি।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র ডঃ অশোক সিনহা, মুখপাত্র নব্যেন্দু ভট্টাচার্য।

উঠেছে

● প্রথম পাতার পর

এলাকার মানুষ আলাদা রাজ্যের দাবি করছে তাতে কোন অন্যায় নয়। তাঁর কথায়, সংবিধানে আলাদা রাজ্য গঠনের সংস্থান রয়েছে। তা বিভিন্ন জনজাতি অঞ্চলের মানুষের মৌলিক দাবী। তাঁর মতে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা দাবি করতেই পারেন। পাশাপাশি তিনি জনজাতি ভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি আহ্বান রেখে বলেন, দল-মতের ঊর্ধে উঠে নিজেদের দাবির জন্য লড়াই করতে হবে। কারণ এমনিতে কিছু মিলে না। অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। এদিন তিনি অসমের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।তাঁর কথায়, প্রয়োজনে ত্রিপুরাবাসীকে রক্ত ঝরাতে হবে। যদি রক্ত ঝরিয়ে নিজেদের দাবি আদায় সম্ভব হয়, তবে জনজাতিরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেন।

তিনি আরো বলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর আসনে রয়েছেন একজন জনজাতি নেতা যীষ্ণু দেববর্মা। পাশাপাশি পার্লামেন্টেও ত্রিপুরা থেকে একজন সাংসদ জনজাতি অংশের রয়েছেন। তার নাম রেবতী কুমার ত্রিপুরা। সকলে মিলে দল-মতের কথা চিন্তা না করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আলাদা রাজ্যের দাবি জানাতে পারেন। শুধু নিজ দেশেই নয় পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের জনজাতিদের অনেকেই খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই। তাদেরকে সহায়তা করা বিশেষ করে শিক্ষিত করে তোলার জন্য চেষ্টা চালানো খুব প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন।

পি নিরুপ রেড্ডি বলেন, ভারত সরকার চাইলেই যে কোন রাজ্যকে ভেঙ্গে আলাদা নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে এই অঞ্চলের মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। উদাহরণ হিসেবে তিনি সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ তোলে দিয়ে লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীর দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করেছে। এই সরকারের এমন কাজের মানসিকতায় দেশের মানুষ খুশী। সরকারের স্লোগান হলো সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ সব-কা বিশ্বাস। তিনি বলেন, ভারত সরকারের মানসিকতা থেকে বুঝা যায় মানুষের কথা চিন্তা ভাবনায় রেখে কাজ করছে। সেইসঙ্গে তিনি ভারতে পূর্বতন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন তিনি কোন কথা বলতে পারতেন না, এমনকি নিজেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। অন্যরা যা বলতেন তাই তিনি করতেন। তবে বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলেন। এই জন্যই তিনি জম্মু কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ তোলার মত সাহস দেখিয়েছেন। তাই আশা করা যায় জম্মু-কাশ্মীরের মত ত্রিপুরার জনজাতিদের দাবি মেনে সরকার তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠন করবে।

এ দিন নিজেদের চিরাচরিত পোশাক পরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা বয়সী নারী পুরুষ এসেছিলেন। সবাই রাজ্যের এবং রাজ্যের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য পরিবেশনের পাশাপাশি শিল্পীরা তাদের লোকগান ও নৃত্য পরিবেশন করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ সাজেক যায়, ২০০৯ সালে আইপিএফটি দল গঠন হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর ২৩আগস্ট তারা তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস পালন করে আসছেন।

বিন্যাস

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ষিক টার্নওভারের ০.২ শতাংশ দরে বিভিন্ন স্তরে ট্রেড লাইসেন্সের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা, ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা, ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা, ১ কোটি থেকে ২ কোটি টাকা, ২ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা, ৫ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকা এবং ১০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকা বার্ষিক টার্নওভারের স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট স্তরে টার্নওভারের ভিত্তিতে ট্রেড লাইসেন্স ফি সংগ্রহ করা হবে। তাঁর দাবি, ইতিপূর্বে রাজ্যে ট্রেড লাইসেন্স ফি সংগ্রহে কোন স্বচ্ছ নীতি ছিল না। বরং, ছোট, মাঝারি এবং বড় সংস্থা এই তিনটি স্তরের ভিত্তিতে ট্রেড লাইসেন্স ফি সংগ্রহে স্থির নিয়ম চালু ছিল। ওই নীতিতে বদল আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া, রাজ্য মন্ত্রিসভা ৯৩টি নথিভুক্ত পাইকারি মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নে প্রতি কুইন্টাল মাছে বাৎসরিক ৩০০ টাকা করে বাজার রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আদায় করার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে রাজ্যে ২৪ হাজার ৩১৭ মেট্রিকটন মাছ আমদানি করা হয়।

দিল্লি পুলিশের

পাচের পাতার পর

এদিন দিল্লি পুলিশকে দিল্লির সাকেত আদালত নির্দেশ দেয়, ৩০ মিনিটের মধ্যেই বিহারের বিধায়ক অনন্ত সিংয়ের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও মামলার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবেঊ এরপরই অনন্ত সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দিল্লি পুলিশঊ কিন্তু, বিলম্ব হওয়ার কারণে আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন এত দেরি হচ্ছে? তিনি কি প্রভাবশালী ব্যক্তি? দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিহার পুলিশের কাছে অনন্ত সিংয়ের ছবি পাঠানো হয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছেঊ পাশাপাশি অনন্ত সিংকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

মুদ্রার দাম ৭২.০৩

আটের পাতার পর

ছিল, মার্কিন ডলারের সঙ্গে টক্করে ভারতীয় মুদ্রার দাম পৌঁছে যেতে পারে ৭২ টাকায়। সেই আশঙ্কাই এবার সত্যি হল। বৃহস্পতিবার মার্কিন ডলারের সঙ্গে দৌড়ে পিছিয়ে পড়ল ভারতীয় টাকা। বৃহস্পতিবার সকালে এক মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়াল ৭২ টাকা ০৩ পয়সা। মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দ্রুত অধঃপতনের জন্য পেট্রো-পণ্য, কিছু অত্যাবশ্যকীয় পণ্য, ইলেকট্রনিক্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রীর দাম চড়চড়িয়ে বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গ্রেফতার আরও ১

আটের পাতার পর

নেতা মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তাঁর হয়ে এই টাকা তুলেছেন দক্ষিণ কলকাতার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা বাবান ঘোষ। সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা সরশুনা থানায় এই অভিযোগ দায়ের করার পরই বুধবার সকালে গ্রেফতার করা হয় বাবান ঘোষকে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে কার্যত ঘুম থেকে তুলে আনা হয় শকুন্তলা পার্কের বাসিন্দা বাবান ঘোষকে। এরপর রাতভর চলে জেরা। তারপর সকালে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। বাবান ঘোষ বিজেপি জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি। পাশপাশি টলিউডে চালু হওয়া বিজেপি সংগঠনেরও সভাপতি তিনি। জেরায় বাবান ঘোষ টাকা নেওয়ার কথা কবুল করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁকে জেরা করেই সাদ্দাম আলির কথা জানতে পারে পুলিশ। অতঃপর এই জালিয়াতি চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে সাদ্দাম আলিকে আজ গ্রেফতার করল পুলিশ।

মুখ খুললেন ঋত্বিক

তিনের পাতার পর

সিকিউরিটি গার্ডের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন।তবে, খবরটি জনসমক্ষে আসার পর বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই এগিয়ে আসেনঊ তাই আবার ছবি বানাতে শুরু করেন সুব্রতবাবু।তাই বেশ কিছু দিন আগে একটি ছবির অফার নিয়ে পরিচালক যান অভিনেতা ঋত্বিকের কাছে ঊকিন্তু পরিচালকের অভিযোগ ছিল, প্রথমে নভেম্বরে ডেট দেবেন বলে জানান অভিনেতা।সেই জন্য কাজ অনেকটাই গুছিয়ে নেন ওই পরিচালকঊ কিন্তু এখন সেই কথা অস্বিকার করছে অভিনেতা ঋত্বিকঊপরিচালকের কথায়, অভিনেতা চিনতে অস্বীকার করেন তাকে। তারপর বলেন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গেলে ২০২১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি এখনই কোনও অনামী পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে চান না।

খুনের হুমকি দিয়ে বিসিসিআই কে ইমেল ! গ্রেফতার যুবক

বাংলা হান্ট : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্টের ভীষন ব্যস্ততা। তার মাঝেই ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের হত্যার হুমকি দিয়ে ই-মেল পাঠান এক ব্যাক্তি। এর থেকেও আশ্চর্য জনক বিষয় যে ব্যাক্তি নিজে ভারতীয়। অসমের মোরিগাঁওয়ের শান্তিপুর সাহারানপুর এর এক যুবক,নাম ব্রজমোহন

।ধৃতের বয়স ১৯ বছর বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ডের উদ্দেশেই এমন ইমেল পাঠিয়েছে ওই যুবক বলে তদন্তে জেনেছে পুলিশ।

ই-মেলে হুমকি পেয়েই বিষয়টা মুম্বই এটিএস-কে জানায় বিসিসিআই। তারপর ই-মেল কে করেছে, তাকে খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি পুলিশের ব্রজমোহনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ (২) এবং ৫০৯ ধারা ও সেই সঙ্গে সংশোধিত অপরাধ আইনের ৭ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview for the engagement of Guest/ Visiting Lecturer(s) will be held at TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, P.O. Radhapur, West Tripura on 28th August, 2019 from 11:00 AM onwards. Interested candidates are hereby informed to report by 11:00AM positively. The engagement will be purely on temporary basis at remuneration (Honorarium) of Rs.400/- per class. Subjects for which Guest/Visiting Lecturer(s) are required: 1) Civil Engineering, 2) Electrical Engineering, 3) Mechanical Engineering, 4) Management & allied subjects. Eligibility Criteria: For Engineering subjects (S1.1, 2 & 3) : Bachelor's Degree in Engineering/ Technology in the relevant branch with First Class or equivalent. For Management & allied subjects (Si. 4): First class in Masters Degree in Management or Commerce with First class or equivalent at Bachelor's or Master's Level. Candidate should be able to teach subjects like Industrial Management, Engineering Economics & Financial Accountancy. Candidates are requested to bring their original documents and self-attested photocopies of the same for further submission on that day positively, alongwith an application in plain paper, bio-data and a passport size photograph fixed at the bio data. No TA/DA will be provided for attending the interview.

(T. Deb)
ICA/D-774/19-20
Principal-in-Charge
TTAADC Polytechnic Institute
Khumulwng, Tripura

No.F3 (2)-SF/KBK/Tender/2019-20/345-46
Dated: Amarpur, the 16th August, 2019
PRESS NOTICE INVITING TENDER(Re)

Sealed Re Tender are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from bonafide Fish spawn producer (Individual /Fishery based SHGS/MSS Ltd.) of Tripura having fish hatchery for supplying of good quality mixed variety of Carp Fish spawn (Catla 30%, Rohu 40% & Mrigal 30%) in different ADC Villages of Karbook & Silachari R.D.Block area under Karbook Sub-Division, Gomati, Tripura, during the year 2019-20. The last date of submission the tender on 31/08/2019 upto 1.00 P.M. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned (presently in the office complex of Supdt. Of Fisheries, Amarpur) on or before 30/08/2019 upto 4.00PM during office hours on any working days for collection of tender form and detail terms and condition.

J.L. Sáha
ICA/C-876/19
Superintendant of Fisheries
Karbook, Gomati, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO:- 08/EE-1/2019-20

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Last date and time for document downloading and bidding
1.	A/R & M/O Govt residential (VIP) Non Type Qtr, No-10 building during the year 2018-19/SH: Special repair of Hon'ble speaker Quarter (Non Type Qtr. No. 10) i.e. Construction of boundary wall, Mtc. of Security & guest room, shed on main building etc. at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Lane, Agartala, under the jurisdiction of Central-II Sub-Division in/c water supply & sanitary arrangement. DNITNO:-13/EE-1/2019-20,Dated 17/08/2019	Rs. 20,64,627	Rs. 20,646/-	Upto 15.00 Hrs on 09/09/2019

All other details are available in the office of the undersigned &

(ER. R. CHOWDHURY)
ICA/C-886/19
EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R&B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

EDUCATIONAL NOTIFICATION

This is for information to all the NEET -PG 2019 qualified Open and Sponsored candidates of Tripura domiciled that the Off-line counseling for the following PG Diploma courses under C.P.S. Mumbai at IGM Hospital, Agartala will be conducted on 27-08-2019 at 12.00 noon in the office of the Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura, Bidhurkarta Chowmuhani, Agartala.

The interested candidates are requested to ensure their presence in the venue at least 1/2(half an hour before the scheduled time along with the following original documents and one set of Xerox copies.

1. Qualifying certificate and Mark Sheet(MBBS)
2. Internship completion Certificate
3. Permanent/Provisional Registration Certificate of MCI/State Medical Council
4. Age Proof Certificate
5. NEET-PG-2019 Score Card
6. Caste Certificate if applicable
7. PRTC
8. Service Certificate
9. NOC from Competent Authority
10. Sponsored Certificate if applicable

The seat Matrix is as follows:

Sl No.	Name of course	Total No. of seat	Open	Sponsored	SC	ST	UR
1.	DCH	02	1(ST)	1(ST)	0	2	0
2.	DGO	01	1(UR)	0	0	0	1
3.	DPB	02	1(UR)	1(UR)	0	0	2

Yours Faithfully,
(Prof. Chinmoy Biswas)
ICA/D-779/19-20
Director of Medical Education
Government of Tripura.

সংশয়ের জবাব দিতে গতি বাড়াচ্ছে 'ধিং এক্সপ্রেস'

অখ্যাত গ্রামের মেয়ে এখন জাতীয় সেলিব্রিটি। চেয়েছিলেন ফুটবলার হতে। এখন অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে ঝড় তোলেন। হিমা দাসের উত্তরণ নিয়ে লিখলেন অনির্বাণ সেনগুপ্ত।কানধুলিমারি গ্রামের নাম শুনেছেন? ব্রহ্মপুত্রের তীরে হাজার পাঁচেক জনসংখ্যার সেই গ্রামকে কে—ই বা চিনত এক বছর আগে! গরিব পরিবারগুলোর নিস্তরঙ্গ জীবনে ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি এতকাল। সেই কানধুলিমারি এখন তার এক মেয়ের জন্য গর্বিত। সেই কানধুলিমারি এখন আনন্দে উদ্বেল সেই মেয়ের জিয়নকাঠির স্পর্শে। সেই অখ্যাত কানধুলিমারির এখন জগৎজোড়া নাম। সেই মেয়ের সৌজন্যে।আসামের নগাঁও জেলাসদর থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে ধিং শহর। সেখান থেকেই যাওয়া যায় অধুনা বিখ্যাত গ্রামে। মেয়েটি তখন পড়ত ধিং পাবলিক হাইস্কুলে। ফুটবল খেলতে কী ভালই না বাসত! স্কুলের মাঠে ছেলেদের সঙ্গে টক্কর নিত ফুটবলে। সেই মেয়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠত না ছেলেবন্ধুরা। এভাবেই বাড়ছিল ফুটবলের প্রতি আসক্তি। বড় স্ট্রাইকার হতে হবে। দেশের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। শীর্ণ শরীর। কিন্তু চোখ দুটো স্বপ্নমেশানো অশ্রুসিক্ত। দারিদ্র্যের ছাপ শরীরে। তবু অদম্য মনোবল এনে দিত ছেলেদের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার অফুরন্ত শক্তি। জওহর নবদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুল হক। উঁচু ক্লাসে মেয়েটা তখন ওই স্কুলেই পড়ত। সেখানেই ফুটবলে মেয়েটির তাক লাগানো গতি দেখে অবাক হন শামসুল। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পর মেয়েটিকে ডেকে বিদ্যালয়ের ক্রীড়াশিক্ষক গৌরীশঙ্কর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। নিজেও বোঝালেন, ভারতে মহিলা ফুটবলের ভবিষ্যৎ কোথায়? বরং... ।গত বছরের ১২ জুলাই। ফিনল্যান্ডের ট্যামপেয়ারে ৪০০ মিটারের ফাইনালে দৌড়চ্ছেন সেই মেয়ে। ১০০ মিটার বাকি। তিনজনের পেছনে তিনি। ধীরে ধীরে গতি বাড়ালেন। পেছনে ফেললেন একজনকে। পরে বাকি দু'জনকেও। ভারতের অ্যাথলেটিক্স ইতিহাসে তৈরি হল সোনার অধ্যায়। অনূর্ধ ২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সোনা জিতলেন সেই মেয়ে। গতিকে কাজে লাগিয়ে শেষ ১০০ মিটারে তিনজনকে একে একে টপকে বাজিমাত করছেন এক সোনার মেয়ে। ইউটিউবে সেই দৃশ্য লক্ষ মানুষের হৃদয় জিতেছিল।জহুরি জহর চেনে। শামসুল চিনেছিলেন হিমা দাসকে। ছাত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ফুটবল নয়, অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাকে দৌড়তে। স্যারের কথা শুনেছিলেন বাধ্য ছাত্রী। শুনেছিলেন বলেই হিমা হারিয়ে যাননি অন্ধকারে। শুনেছিলেন বলেই এক সম্ভাবনার জন্ম হয়েছিল ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে।ট্র্যাককে আপন করলেও ফুটবলের প্রতি ভালবাসা একটুও কমেনি হিমার। একবার ধিংয়ে মহিলা ফুটবলের আসর বসেছিল। অ্যাথলেটিক্সের প্রস্তুতির ফাঁকেই কানে গিয়েছিল খবর। হিমা খেলতে চাইলেন। অনেক অনুরোধের পর একটি দলের হয়ে সুযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই গোল। তারপর থেকে এলাকায় কোনও প্রতিযোগিতা হলে হিমাকে 'ভাড়া' করত ওই দলটি। ম্যাচ পিছু পেতেন ৪০০—৫০০ টাকা! বাবা রণজিৎ দাস কৃষক। মা জোনালিও চাষের কাজে সাহায্য করেন স্বামীকে। পাঁচ ভাই—বোনের মধ্যে ১২ ক্লাস পাশ হিমা বড়। অ্যাথলেটিক্সে তাঁর প্রথম কোচ বাবা রণজিৎই। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরও মেয়ের সঙ্গে দৌড়তেন ভোর ৪টেয় উঠে। ভাল মাঠ ছিল না গ্রামে। তাই হিমাকে দৌড়তে হত ধানখেতের ওপর দিয়েই।বছর আড়াই আগে গুয়াহাটিতে হয়েছিল আন্তঃ জেলা মিট। সেখানেই কোচ নিপন দাসের নজরে পড়েন হিমা। সেই দেখার অভিজ্ঞতা পরে বলেছেন নিপন, 'খুব অল্পদামের জুতো পরেছিল মেয়েটা। তবু জিতেছিল ১০০ আর ২০০ মিটারে সোনা। দৌড়চ্ছিল হাওয়ার বেগে। ওই বয়সে এমন ট্যালেন্ট আমি এর আগে দেখিনি।' তিনিই হিমাকে নিয়ে গেলেন গুয়াহাটির স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে। সেই সিদ্ধান্তও বদলে দিয়েছে হিমার জীবন। যে সিদ্ধান্ত অনুঘটকের কাজ করেছে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে আলোকিত করতে।২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে বড় সাফল্য পেয়েছেন হিমা। ৪০০ মিটারে রুপো জেতেন ৫০.৭৯ সেকেন্ডে, যা জাতীয় রেকর্ড। ৪শ্র৪০০ মিটার রিলে এবং ৪শ্র৪০০ মিটার মিক্সড রিলেতে সোনা জেতেন। সামগ্রিকভাবে ২০১৮ সাল হিমাকে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাই এশিয়ান গেমসের পরই অ্যাডিডাস চুক্তি সেরে ফেলেছে 'অর্জুন' হিমার সঙ্গে। ভারতের প্রথম ইউথ অ্যাম্বাসাডর হিসেবে তাঁকেই বেছে নিয়েছে ইউনিসেফ। ১৯---এর মেয়ে ১৯ দিনে জিতেছেন পাঁচটি সোনা! হিমা এখন গোটা দেশের কাছে সেলিব্রিটি। যাঁকে একডাকে চেনেন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ক্রিকেট অধিনায়ক, বলিউডের তাবড় নায়ক—নায়িকারা। কিন্তু অনবরত সাফল্যেও মাথা ঘুরে যায়নি হিমার। পা আছে মাটিতেই। পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্রে পরপর সোনা জেতার সময়েও ভুলে যাননি নিজের রাজ্যের কথা। বিধ্বংসী বন্যায় ভাসছে অসম। অসহায় মানুষের কথা ভেবেই হিমা জানিয়ে দিয়েছেন, মাসিক বেতনের অর্ধেক তিনি দান করবেন অসমের বন্যাত্রাণে। লড়াকু হিমার মানবিক রূপ দেখেছে গোটা দেশ। তবুও সংশয়। তবুও প্রশ্ন। পাঁচটি সোনা জিতলেও হিমার সময় নিয়ে অনেকেই পারছেন না সন্তুষ্ট হতে। কেউ বলছেন, হিমার আসল পরীক্ষা তো শুরু এবার। দোহায় অনুষ্ঠেয় আসন্ন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের জন্য কি যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন তিনি? কেউ বলছেন, টোকিও অলিম্পিকে যাওয়ার স্বপ্ন এখনও অনেক দূরে। কিন্তু তিনি? এত কথায় মন নেই তাঁর। প্রথম ১০০ মিটারে সোনা জেতার সময় বয়স ছিল মাত্র ১৩! তখন কি কেউ ভেবেছিল পাঁচ---ছ'বছর পর ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম হবে হিমা দাস? তিনি জানেন, লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সাফল্য ধরা দেবেই। তৈরি হচ্ছেন 'ধিং এক্সপ্রেস'। গতি বাড়িয়ে সব সংশয় দূর করতে। সব প্রশ্নের জবাব দিতে। অপেক্ষায় আসমুদ্রহিমাচল। অপেক্ষায় কানধুলিমারিও। যে গ্রামের নানা জায়গায় এখন ব্যানারে লেখা থাকে 'হিমা দাসের গ্রামে আপনাকে স্বাগত'।

কোচ রোহিতের কাছে প্রাক্টিসে ক্যাচ মিস কোহলির, এরপর কি করলেন শর্মা !

এই মুহূর্তে ভারতের ক্রিকেট দল ব্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে, এবং তাতে ইতিমধ্যে বাঁধা সৃষ্টি করেছে বৃষ্টি।এই ম্যাচের আগে কোচিং সেশনে কোহলির কোচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন রোহিত শর্মা।

কোহলিকে দিলেন কোচিংয়ের প্রাক্টিসের পাঠ ।গোটা বিষয়টি হয়েছিলো ক্যামেরা বন্দী যা পরবর্তী সময় হয়ে ওঠে ভবাইরাল ।প্রাক্টিস সেশনে কোহলি ক্যাচ মিস করায় এমন রিয়্যাকশন দিলেন, যার পর গোটা ভিডিও এক অন্যমাত্রায় পৌছায় ।এর দিক কয়েক আগেও পরিস্থিতি খানিকটা অন্যরকম ছিলো ।শোনা যাচ্ছিলো ভারতের অধিনায়ক এবং সহ অধিনায়কের মধ্যে সম্পর্কের খানিকটা অবনতি ঘটেছে ।গোটা বিষয়টি নিয়ে এক তীব্র জল্পনা শুরু হয় ভারতীয় ক্রিকেট মহলে ।কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা ভিডিও দেখে মনে হলোনা এমন কোনও কিছু সমস্যা আছে তাদের মধ্যে ।ভিডিও দেখলে আপনিও মনে করবেন কোনও রকম সমস্যাই নেই এই দুই ক্রিকেট তারকার মধ্যে ।ভিডিওতে কোহলিকে ক্যাচিং প্রাক্টিস করাতে দেখতে পাওয়া যায় রোহিত শর্মাকে ।টেনিস র‍্যাকেটে বল ওড়াচ্ছেন রোহিত, কোহলি বেশ কিছু ক্যাচ ধরলেও একটি ক্যাচ মিস হলে এমন রিয়্যাকশন দেন কোহলি যা দেখে মজেছেন সকলে ।এর আগে ভারতের জাতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী কোহলি - রোহিত এর মধ্যে কোনও সমস্যা নেই বলেই জানিয়েছিলেন তিনি।

নিজের নয়, দলের স্বার্থ দেখে খেলছিলাম সেঞ্চুরি না হওয়ার দুঃখ নেই: রাহানে

দ্য ওয়াল ব্যুরো: শেষ দু''বছর আগে টেস্টে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে সেঞ্চুরি। টেস্টে সহ-অধিনায়ক হলেও ওয়ান ডে ক্রিকেটে দলের নিয়মিত সদস্য নন। বৃহস্পতিবার বহুদিন পরে রান এসেছে অজিঙ্ক্যা রাহানের ব্যাট থেকে। ভারতের ইনিংসকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেও সেঞ্চুরি পাননি। আর এই সেঞ্চুরি না পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সপাটে জবাব দিলেন রাহানে। বললেন, তিনি নিজের স্বার্থ নয়, দলের স্বার্থ দেখে খেলেন। আর এই সেঞ্চুরি না পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সপাটে জবাব দিলেন রাহানে। বললেন, তিনি নিজের স্বার্থ নয়, দলের স্বার্থ দেখে খেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ভারতের টপ অর্ডার ব্যর্থ। মাত্র ২৫ রানে ফিরে গিয়েছেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল, পূজারা ও বিরাট। তখনই ব্যাট করতে নেমে প্রথমে লোকেশ রাহুল ও তারপর হনুমা বিহারীর সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়েন রাহানে। দলকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের করলেও সেঞ্চুরি পাননি তিনি। ৮১ রানের মাথায় গ্যাব্রিয়েলের বলে প্লেড অন হয়ে ফিরতে হয় রাহানেকে। প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাহানেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মুম্বইকরের জবাব, ''আমি জানতাম এই প্রশ্নটা করা হবে। যতক্ষণ আমি ক্রিজে ছিলাম, দলের কথা ভাবছিলাম। আমি স্বার্থপর নই। তাই সেঞ্চুরি মিস করা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। কারণ আমি জানি, এই উইকেটে ৮১ খুব গুরুত্বপূর্ণ রান। আমরা এখন একটা ভাল জায়গায় আছি।'' তাঁর এ দিনের ইনিংসে তাঁর সঙ্গে লোকেশ রাহুল ও হনুমা বিহারীর অবদানের কথা জানাতেও ভোলেননি ভারতের টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক। তিনি বলেন, ''আমি যখন নামি, তখন ২৫ রানে আমাদের তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল। তাই আমাদের পার্টনারশিপের দরকার ছিল। আমার সঙ্গে রাহুল ও বিহারীর পার্টনারশিপ ভালো হয়। ওরা দু''জনও খুব বুদ্ধি করে ক্রিকেট খেলেছে। কন্ডিশন বুঝে খেলেছে। এই উইকেটে কিন্তু স্ট্রোক খেলা ততটাও সহজ নয়।'' রাহানে আরও জানান, বিশ্বকাপের দলে সুযোগ না পেয়ে মাঝের দু''মাস তিনি কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন। এই কাউন্টি খেলা যে তাঁর খুব উপকার করেছে তাও জানাতে ভোলেননি তিনি। রাহানে বলেন, ''মাঝে দু''মাস কাউন্টি খেলা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। সেখানে আমি তিন নম্বরে নামতাম। মানে বেশিরভাগ সময়েই আমাকে নতুন বল খেলতে হয়েছে। তাই কিছু জায়গায় আমি কাজ করেছি। এ দিনের ইনিংসে সেটাই দেখা গিয়েছে। আমার আত্মবিশ্বাসও অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।''

অশ্বিন নেই প্রথম একাদশে, অবাক গাভাসকার

ছন্দে ছিলেন। তা-ও দলে জায়গা হয়নি। অ্যান্টিগায় প্রথম টেস্টে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়েই প্রথম টেস্ট সাজিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এতেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন খোদ সুনীল গাভাসকার। প্রথম একাদশ দেখার পরেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ধারাভাষ্য দেওয়ার মাঝেই গাভাসকার জানিয়ে দেন, ''প্রথম একাদশ দেখে আমি বেশ অবাক।''সীমিত ওভারের ক্রিকেট থেকে বহুদিনই জাতীয় দলের বাইরে। তবে টেস্টে অটোমেটিক চয়েস ছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তবে অ্যান্টিগা টেস্টে বাদ পড়ার ঘটনা আপাতত অটোমেটিক শব্দবন্ধের পাশেই প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে। এমনিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বরাবরই সফল অশ্বিন। দেশ ও দেশের বাইরে ১১টি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ব্যাট ও বল দুই বিভাগেই সফল তারকা অলরাউন্ডার। ব্যাট হাতে ৫৫২ রান করেছেন তিনি। বল হাতে ৬০ উইকেট তুলে নিয়েছেন। এর মধ্যে চারবারই ৫ উইকেট দখল করেছেন ।এই কারণেই গাভাসকার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ''যে ক্রিকেটারের কোনও নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে বিশেষত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এমন রেকর্ড থাকে, সেই কিনা প্রথম একাদশে জায়গা পেল না। এটা অবিশ্বাস্য। অবাক করার মতো।'' রাগ চেপে কোনওরকমে বলে দেন লিটল মাস্টার ।গাভাসকারের এই উত্তর অবশ্য টিম ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। দিয়েছেন স্বয়ং অজিঙ্কা রাহানে। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে রাহানে জানান, ''অশ্বিনের মতো ক্রিকেটারকে না পাওয়াটা সবসময়েই কঠিন। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট সবসময়েই সেরা টিম কম্বিনেশন বাছাইয়ের চেষ্টা করে।''এখানেই না থেমে প্রথম দিনে জাতীয় দলের ত্রাতা জানিয়েছেন, ''টিম ম্যানেজমেন্ট ভেবেছিল জাদেজা এই পিচে গুরুত্বপূর্ণ অপশন হয়ে উঠতে পারবেন। কারণ আমাদের ষষ্ঠ ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন ছিল। যে বোলিংটাও করতে পারবেন। এটাই কোচ এবং অধিনায়কের মাথাতে ছিল। অশ্বিন এবং রোহিতকে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত বেশ কঠিন ছিল। তবে পুরোটাই দলের জন্য।''

শোচনীয় ব্যাটিং ব্যর্থতা অজিদের

জোফ্রা আর্চারের ভীতি থেকে এখনও বেরোতে পারল না অস্ট্রেলিয়া। সেই আর্চারের সামনেই অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসল অজিরা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ফিনিশ মাত্র ১৭৯ রানে। জোফ্রা আর্চার একাই হাফডজন উইকেট নিয়ে গুড়িয়ে দিলেন অজি ব্যাটিং লাইন আপকে। জোড়া উইকেট নিয়েছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। একটা করে উইকেট ক্রিস ওকস ও বেন স্টোকসের ।টসে জিতে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল লিডসে। ব্যাট করতে নেমে শুরুর ২৫ রানেই খোয়াজা ও হ্যারিসকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন ব্রড ও আর্চার। মেঘাচ্ছন্ন কণ্ডিশনে বল হাতে রীতিমতো আগুন ঝড়াচ্ছিলেন ইংরেজ পেসাররা। এসব সামলেই ওয়ার্নার ও লাবুশানে তৃতীয় উইকেটে ১১১ রান যোগ করে ভাল জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছিলেন অজিদের। তবে ওয়ার্নার আর্চারের বলেই ট্রাভিড হেডের হাতে ক্যাচ তুলে বিদায় নিতেই ছন্দপতন। শেষ ৮ উইকেট অস্ট্রেলিয়া হারায় মাত্র ৪৩ রানে ।স্ট্রেলিয়ান ইনিংসে দু অঙ্কের রানে পৌঁছেছেন মাত্র তিন জন। ওপেনিংয়ে নামা ওয়ার্নার ৬১ করার পরে স্মিথের পরিবর্ত লাবুশানে ৭৪ করে যান। আর অধিনায়ক টিম পেইনের অবদান ১১ রান। এতেই প্রকট অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয় ।বৃষ্টি আর আলোছায়ার লুকোচুরিতে প্রথম দিন দুই সেশনও খেলা হল না। এর মধ্যেই মাত্র ৫২.১ ওভারে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে গিয়েছে ১৭৯ রানে। এরপরে আলো কম থাকার কারণে ব্যাটিং করতে নামেনি ইংল্যান্ড। আর অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেওয়ার নায়ক? লর্ডসে অভিষেক টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৫ উইকেট নেওয়া আর্চার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসেই ৬ উইকেট তুলে ফেললেন। তাঁর গতির ঝড়েই ফের একবার কুপোকাত অস্ট্রেলিয়া।

Email-eedwsdivisionblg@gmail.com Telephone-0381-2362123

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The enlisted contractors /Firms / Manufacturers / Authorized Dealers in the appropriate class of Tripura PWD/TTAADC and from the contractors/Firms/agencies enlisted/Registered Manufacturers / Authorized Dealers in appropriate class of MES, Railways, CPWD and other State PWD having experience in similar nature(experience certificate from not below the rank of the Executive Engineer) of the work in o PWD FORM - 7 (Seven) for the work.

Sl No	Name of the work & Location	Estimated cost Put to bid	Earnest Money	Tender fee	Period of Completion	Last date & time of submission of bid	Website for online bidding	Last date & time of submission of EMD, e-tender processing fee.	Time & date of opening of bid if possible
1	R/mtc. of UWS scheme in Sonamura NPA/ Providing & fitting, fixing of spare parts for starter for 1 MGD WTP Sonamura PNIet No. 17 /EE/DWS/BLG/2019-20 DNIet No.08 /EE/DWS/BLG/2019-20	Rs. 6,76,300	Rs. 6,763	Rs. 1000	12Months	U pto 3.00 PM on 7/9/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Upto 4.00 PM on 9/9/2019	At 3.00 PM on 12/09/2019
2	R/mtc. of NRDWP scheme/Providing & fitting, fixing of electrical accessories under Nalchar Block PNIet No. 27 /EE/DWS/BLG/2019-20 DNIet No.07 /EE/DWS/BLG/2019-20	Rs. 9,37,807	Rs. 9,378	Rs. 1000	365 days				

Please note here that all details can be seen on website wwwtripuratenders.gov.in.
For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-882/19
(Er. A.K.Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO:- 03/EE/MCD/PWD(R&B)/2019-20.

The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 13/09/2019 for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & time for document down-loading and bidding	Time and date of opening of Bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Construction of Allied Health Institution at AGMC Complex, GBP Hospital, Agartala, West Tripura / SH: Building portion {LGF(one), LGF(two) & GF} including retaining wall, approach ramp, internal water supply and sanitary installation. DNIT No: CE(BUILDING)/PWD/DNIT/ACE/PROJECT/04/2019-20	Rs. 8,37,33,746.00	Rs. 8,37,337.00	24(Twenty four) Months	U pto 15.00 Hrs on 13/09/2019	At 16.00 Hrs on 18/09/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class

Details Tender Notice may be seen in the Office of the Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Kunjaban, Agartala, and West Tripura.
For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-892/19
(Er. R. Debnath)
Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala.

■ Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018-2019

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরমের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আগরতলায় সিবিআই কার্যালয়ের বাইরে প্রদেশ যুব কংগ্রেস বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ছবি- নিজস্ব।

দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রত্যেক নাগরিককে প্রশিক্ষিত করতে হবে ঃ রাজস্বমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা ভূমিকম্প প্রবল এলাকায় অবস্থিত। তাই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিটি নাগরিককে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এই পরামর্শ দিয়েছেন ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পরিচালন ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে আজ প্রজ্ঞাভবনে একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার আয়োজক ছিল রাজ্য সরকারের রাজস্ব দফতর। কর্মশালায় শহর এলাকায় বন্যা মোকাবিলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এই পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, আমাদের রাজ্য ভূমিকম্প, বন্যা-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাক্ষী রয়েছে। অতীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে রাজ্যের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সকলকেই সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য এ-ধরনের কর্মশালা আরও বেশি করে আয়োজন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।

তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিককে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তৈরি থাকার জন্য প্রশিক্ষিত করতে হবে। তবেই জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা যেতে পারে। পাশাপাশি রাজ্যের ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। আজকের এই কর্মশালায় রাজ্যের ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানকে কীভাবে আরও উন্নীত করা যায় সে বিষয়ে টেকনিক্যাল সেশনে এনডিআরএফ, নর্থ-ইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, এনআইডিএম প্রভৃতি সংস্থা থেকে আগত রিসোর্স পারসনগণ আলোচনা করবেন। ফলে রাজ্যের ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে নর্থ-ইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের অধিকর্তা পিএলএম রাজ বলেন, বন্যা, ভূমিধস, ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে। এছাড়াও মহাকাশ প্রযুক্তিকে (স্পেস টেকনোলজি) আরও উন্নতীকরণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে রাজস্ব দফতরের প্রধানসচিব বরুণকুমার সাহু বলেন, আজকের এই কর্মশালা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যের ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানকে উন্নত করা। তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার কাজে যুক্ত বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য গকুলনগরে নোডাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট রয়েছে। রাজ্য সরকারও রাজ্যের ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রফেসর চন্দন ঘোষ। আজকের এই কর্মশালায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকগণ, পুলিশকর্মী, এনএসএস, এনসিসি-সহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীগণ। কর্মশালা উপলক্ষ্যে প্রজ্ঞাভবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জমের ওপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা-সহ অন্যান্য অতিথিগণ সেগুলি ঘুরে দেখেন।

নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : ''৭০ বছরে এমন সংকটজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আসেনি।'' এমনই চাঞ্চল্যকর বক্তব্য নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমারের। আর ''অভূতপূর্ব'' পরিস্থিতির এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগল কংগ্রেস। টুইট করে দেশের অর্থনীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

সরকারি তথ্য ও আধিকারিকদের এহেন মন্তব্যকে সামনে রেখে এবার ময়দানে নামল কংগ্রেস। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান তথা প্রবীণ অর্থনীতিবিদ রাজীব কুমার দেশের আর্থিক মন্দা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গত ৭০ বছরে নগদ সঙ্কট তলানিতে। যা অভূতপূর্ব বলে ব্যাখ্যা রাজীব কুমারের। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য শমিকা রবিও একই সুরে জানান, 'স্টাকচারাল স্লোডাউন'-এর মুখোমুখি দেশ। চিন্তাভাবনা না করে কাজ করা প্রয়োজন।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এক হাত নিয়ে বলেন, সরকারের আর্থিক উপদেষ্টারাই দেশের অর্থনীতির মন্দা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তাঁদের সমাধান গ্রহণ করার পরমার্শ দেন রাহুল। লোভীদের হাতে টাকা না তুলে দরিদ্রদের সাহায্য করা উচিত। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধীও মোদী সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন তোলেন, অর্থনীতি শোচনীয় এমন অবস্থা কেন স্পষ্ট করুক বিজেপি সরকার। শিল্পের অবস্থা খারাপ, ডলার নিরিখে ক্রমাগত পতন হচ্ছে টাকার, চাকরি হারাতে চলেছে অনেকে। কে এই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেবে প্রশ্ন তোলেন প্রিয়ঙ্কা।

এ দিন নতুন করে আর্থিক সংস্কারের পথে না হাঁটলে, সামনে সমূহ বিপদ এ কথা কার্যত মেনে নিলেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার। মন্দা বাজারের মূল কারণ নগদ সঙ্কট। যা গত ৭০ বছরে এমন অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে মন্তব্য করেন দেশের অন্যতম অর্থনীতিবিদ। সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজীব কুমার বলেছেন, নগদের অভাবে দেশের সব আর্থিক সংস্থাগুলির অবস্থা টলমল। এমন পরিস্থিতি গত ৭০ বছরে তৈরি হয়নি।

প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনও উদ্বেগ প্রকাশ করেন দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে। বিশ্ব বাজারের মন্দা অর্থনীতির প্রভাব তো রয়েছেই, কিন্তু ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক সংস্থাগুলিকে চাঙ্গা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলে পরামর্শ দেন রঘুরাম রাজন। তাঁর কথায় ত্রাণ প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান নয়। এতে রাজকোষের ঘাটতি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। এই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করে এবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ময়দানে বিরোধী দলগুলি।

কুষ্ঠরোগ শনাক্তকরণের জন্য পক্ষকাল ব্যাপী কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। রাজ্য থেকে কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য প্রথমবারের মতো 'পরশমণি' নামে কুষ্ঠরোগ শনাক্তকরণ কর্মসূচির সূচনা করা হচ্ছে। আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পক্ষকাল ব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে। শুক্রবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানান মিশন ডিরেক্টর অদিতি মজুমদার। তিনি জানান, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের শনাক্ত করা, যাতে তাঁদের সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যায়।

তিনি বলেন, কর্মসূচি চলাকালীন দিনগুলোতে স্থানীয় আশাকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের যৌথ দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুষ্ঠ রোগীদের শনাক্ত করবেন। যে-কোনও পরিবারের দুই বছরের ঊর্ধে সকল সদস্যদের শরীর পরীক্ষা করা হবে। রোগ শনাক্ত করা হয়ে গেলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট রোগীকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সঠিক চিকিৎসার পরামর্শ নেওয়ার জন্য পাঠানো হবে। তিনি জানান, এই কর্মসূচিকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্যব্যাপী মোট ৭,৫৮৯টি টিম গঠন করা হয়েছে। মিশন ডিরেক্টর আরও জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৩৬ জন কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা চলছে। এঁদের মধ্যে ১৬ জনের অবস্থা গ্রেড-টু পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, কুষ্ঠরোগ মাল্টি ড্রাগ থেরাপির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে এই রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। সাংবাদিক সম্মলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচির স্টেট নোডাল অফিসার পার্থপ্রতিম মজুমদার এবং অ্যাসিস্টেন্ট নোডাল অফিসার রাসেল ভট্টাচার্য।

তিন তালাক আইনের সাংবিধানিক বৈঠতে নিয়ে প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): তাতণিক তিন তালাক এখন আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবেই গণ্যঊ কিন্তু, তিন তালাক আইনের (প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ম্যারেজ, ২০১৯) সাংবিধানিক বৈঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনজন আবেদনকারীঊ তিন তালাক আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরাঊ পৃথক তিনটি আবেদন শোনার পর শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্টঊ তিন তালাক আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জবাব দিতে হবে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে।

প্রসঙ্গত, মুসলিম মহিলাদের ন্যায় দিতেই তিন তালাক আইন, এতে কোনও মুসলিম স্বামী তাতণিক তিন তালাক দিলে তাঁকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছেঊ এখন থেকে স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হলে মুসলিম স্বামীর তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারেঊ সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, তিন তালাকের বিলুপ্তির ফলে মুসলিম মহিলাদের ক্ষমতায়ন হবে এবং তাঁরা সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা পাবেনঊ কিন্তু, তিন তালাক আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েই উঠল প্রশ্ন।

ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার কমাল এসবিআই

মুম্বাই, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : ফের মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে আঘাত।এফডিতে সুদের হার কমাল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)। ২৬ আগস্ট থেকে এসবিআইয়ের নতুন সুদের হার কার্যকর হবে। এই নিয়ে এক মাসে ২ বার কমল সুদের হার ।

সঞ্চয়ে সুদের হার ০.১০% থেকে পর্যন্ত ০.৫০% সুদের হার কমাল ব্যাঙ্ক । দু'বছরের কম টার্ম ডিপোজিটে সুদের হার ০.১০ শতাংশ কমিয়ে ৬.৮০ শতাংশ থেকে ৬.৭০ শতাংশ করল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া । ২ কোটি টাকার বেশি আমানতে আরও কমবে সুদ । এবার ০.৭০% হারে সুদ কমল ২ কোটির বেশি আমানতে। নতুন সুদের হার লাগু হবে ২৬ অগাস্ট ২০১৯ থেকে । প্রসঙ্গত, এর আগে পয়লা অগাস্ট, ২০১৯-এ সুদের হার কমানো হয় । যাতে ১৭৯ দিনের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার ০.৫০ থেকে ০.৭৫ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয় ।সঞ্চয়ে বার বার এভাবে কোপ পড়ায় চিন্তিত দেশের অন্যতম বৃহৎ সরকারি ব্যাঙ্কের গ্রাহকেরা ।

ছাত্র জীবনে নবীন বরণ উৎসব জীবনের বড় প্রাপ্তি : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ আগস্ট।। বিশালগড়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে আজ নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নবীন বরণ উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্র জীবনে নবীন বরণ উৎসব জীবনের একটা বড় প্রাপ্তি। এটাকে পাথেয় করেই ছাত্র-ছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হয়। ভালো কিছু করার চেষ্টা জাগে তাদের মধ্যে। তিনি বলেন, শিক্ষাই হচ্ছে একটা সমাজের মেরুদণ্ড। সমাজ যদি প্রক'ত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয় তাহলে বিকাশ অধরা থেকে যায়। আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রক'ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজকে এক নতুন দিশা দেখাতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে ভালো রেজাল্ট করলেই চলবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো মানুষও হতে হবে। নবীন বরণ উৎসবের উদ্বোধন করে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে স্বদেশপ্রেমী হতে হবে। পড়াশুনার পাশাপাশি দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা হলো দেশ ও সমাজের উজ্জল মুখ। তিনি জানান, সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণে প'াশ শতাংশ অর্থ ব্যয় করবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অ'ন পুরকায়স্থ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশান্ত দেব, কলেজের অধ্যক্ষা ড. চিত্রা পাল। অনুষ্ঠানে ছাত্র- ছাত্রীদের অভিভাবক -অভিভাবকগণও উপস্থিত ছিলেন। নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের পুপস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান।

ফের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন, রাজৌরিতে পাক মর্টারে শহিদ সেনা আধিকারিক

জম্মু, ২৩ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শুক্রবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি ও নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক সেনাবাহিনীঊ নৌশেরা সেক্টরের কালসিয়া গ্রামে পাক মর্টার হামলায় শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন আধিকারিকঊ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তির পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তানঊ প্রতিনিয়ত ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছেঊ এই আবহেই শুক্রবার ভোরে কোনও কারণ ছাড়াই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে পাক সেনাবাহিনীঊ ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশ্য যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেঊ দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে গুলির লড়াইঊ পাক হামলায় গুরুতর জখম হন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ানঊ তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামে ফের রেকর্ড পতন, মার্কিন ডলার প্রতি ভারতীয় মুদ্রার দাম ৭২.০৩

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): মার্কিন ডলারের সঙ্গে দৌড়ে ফের পিছিয়ে পড়ল ভারতীয় টাকা। গড়ে ফেলল পিছিয়ে পড়ার নতুন রেকর্ড। বৃহস্পতিবার ভারতীয় মুদ্রার দাম যেখানে পৌঁছল, তাতে এখন এক ডলার কিনতে গেলে খরচ করতে হবে ৭২ টাকা ০৩ পয়সা। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি-সহ কয়েকটি কারণ এর জন্য দায়ী বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

কয়েকমাস আগেই দেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা

ছয়ের পাতায় দেখুন

এয়ারসেল ম্যাক্সিস মামলায় স্বস্তিতে পি চিদম্বরম ও কার্তি, ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): এয়ারসেল ম্যাক্সিস মামলায় বড়সড় স্বস্তি পেলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমঊ স্বস্তি পেয়েছেন পি চিদম্বরমের ছেলে তথা কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমওঊ আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাবা ও ছেলেকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রদান করেছে দিল্লির বিশেষ আদালতঊ এয়ারসেল ম্যাক্সিস মামলায় অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেছিলেন পি চিদম্বরম ও তাঁর ছেলে কার্তি চিদম্বরমঊ শুক্রবার এয়ারসেল ম্যাক্সিস মামলার শুনানিতে, পি চিদম্বরম ও কার্তি চিদম্বরমের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে বিশেষ আদালতঊ পাশাপাশি ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাবা ও ছেলেকে রক্ষাকবচ প্রদান করেছে আদালত।

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র এয়ারসেল ম্যাক্সিস মামলা নয়, শুক্রবার আইএনএক্স মিডিয়া মামলাতেও স্বস্তি পেয়েছেন পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমঊ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করতে পারবে না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), অন্তর্বর্তী সুরক্ষা প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ আগামী ২৬ আগস্ট, সোমবার আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় (ইডি-র দায়ের করা মামলা) চিদম্বরমের আবেদনের শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টে এ দিন পিছোল পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের আবেদনের শুনানিঊ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) নয়, আগামী ২৬ আগস্ট (সোমবার) সিবিআই-এর মামলায় (আইএনএক্স মিডিয়া মামল) দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে চিদম্বরমের আবেদনের শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টেঊ অর্থাত আগামী সোমবার সিবিআই ও ইডি-র মামলায় চিদম্বরমের আবেদনের শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

সরশুনা জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেফতার আরও ১

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স): সরশুনা জালিয়াতি কাণ্ডে আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সাদ্দাম আলি। অভিযুক্ত সাদ্দাম আলিকে শুক্রবার বাবুঘাট থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গেছে, ধৃত সাদ্দাম আলি বাবান ঘোষের ঘনিষ্ঠ। বিজেপি নেতা মুকুল রায়েরও ঘনিষ্ঠ এই সাদ্দাম আলি। রেলের স্থায়ী কমিটির সদস্য পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত, দফায় দফায় ৭০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এল এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।